প্রকাশক
রুদ্রেন্দু সরকার
অনির্বাণ প্রকাশনী
৩/এ গঙ্গাধর বাবু লেন
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

অলংকরণ
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
কমল সাহা

প্রথম প্রকাশ :
১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৭



আবহমান বাংলার উদ্দেশে



ভূমিকা

মুজিবর রহমানের ডাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালী অভ্যুত্থানের এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম, আমাদের সাহিত্যে নানাভাবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রবন্ধ আলোচনা জীবনী এবং অজস্র কবিতা সংকলন বেরিয়েছে। [এই ফাঁকে যে সব গল্প-সংকলন বেরিয়েছে এক্ষেত্রে তাদের কথা আমি বাদ দিচ্ছি, কারণ নব্বুই ভাগ গল্পই হল ও দেশের সাহিত্যকে চিনিয়ে দেওয়া] এক মুজিব শত নামে, এক 'বাংলাদেশ' সহস্র চেহারায় দেখা দিয়েছে। আমরাও মনে করি—যদ্দিন না এই জঙ্গীশাহীর বর্বরোচিত হামলা, বন্ধ ভোঁতা নোখের জানোয়ারগুলোর মানুষ খাবলে খাওয়া শেষ হচ্ছে, তদ্দিনই বাঙালীর ঘৃণা অভিশাপ প্রতিরোধ চলবে। ওপারের বন্দুকের নলে বারুদের গন্ধ যতকাল না শুখোচ্ছে ততদিনই এপারের কলমই চলবে বন্দুকের মতো।

সুতরাং আরেকটা সংকলন বেরুলো। ছড়ার। তবে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ আলাদা জাতের, আলাদা স্বাদের।

বাংলাদেশ সংক্রান্ত ইতিপূর্বে যে সব গ্রন্থ বাজারে বেরিয়েছে। সাধারণ-ভাবে তা সীমাবদ্ধ আছে বিদগ্ধ সমাজের ছোট্ট সীমানায়। দুই বাংলার ক'জনই বা এইসব রাশভারী প্রবন্ধ আলোচনা কিংবা কবিতা পড়ে, বোঝে। কিন্তু ছড়া··· এ ব্যাপারটা বোঝে সব্বাই। সাম্প্রতিক ওপার বাংলার বিভীষিকার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে ছড়া'ই একমাত্র মাধ্যম হতে পারে। যাঁরা শিক্ষিত পাঠক তাঁরা তো বটেই, যাঁদের অক্ষর পরিচয়ও নেই তাঁরাও এর মূল সুরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। ছড়ার এই একটা সুবিধে যে, ছড়া পড়তে গেলে কোনো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের-টিশ্লেষণের দরকার হয় না, এখানে মূল ব্যাপারটাই হল মুখ্য, রস উপলব্ধিটাই হল বিষয়। প্রবন্ধের গম্ভীর আওয়াজ, আলোচনার মস্তিষ্ক কিংবা কবিতার দুর্বোধ্যতা [কোনো কোনো ক্ষেত্রে] এ ময়দানে ব্যারিকেডের সৃষ্টি করে না। তাই 'বাংলার মুখ' লোকসাহিত্যের সেই প্রথম রসাল ছন্দোবদ্ধ কথামালাতেই 'বাংলাদেশের' আসল চেহারাটা ঠিক-ঠিকভাবে প্রতিবিম্বিত করতে পারবে বলে মনে হ'ল। আসলে ছড়া সব সময়ই নতুন, এমনকি বর্তমানের আধুনিকতর সমাজেও। তাই আজকেও কোনো আধুনিক মায়ের গলায় খনার বচন শুনতে পেলে অবাক হই না, মা সেই পুরনো ঘুমপাড়ানি সুরেই ছেলেকে আজও ঘুমপাড়ায়, হৃদয়-দুলুনি

ছন্দের মেঠো-লয়ে। গুরুদেবের কথায় ফিরে আসি—ছড়া হল—'স্থান ও কালের সীমাহীন রাজ্যে উহাদের বসতি। এইজন্যে ঘুমপাড়ানী গান, ছেলে ভুলানো ছড়া প্রভৃতি শিশু বিষয়ক লোক সাহিত্যের মধ্যে দেশ কাল পাত্র ভেদের কোনো পার্থক্য নাই। মাঝে মাঝে প্রকাশ ও আঙ্গিকের ব্যতিক্রম থাকিলেও মূল সূত্র এক ; একটা ঐক্য ও আনন্দের সুর অবিরাম ঝংকৃত।'

ইতিহাস ক্রমশঃ পাল্টাচ্ছে ঃ

হয়তো আজকের পটভূমিকায় এই ছড়া আগামী কাল বাংলাদেশের লোকের মুখে মুখে ফিরবে। হয়তো এপার ওপার দু'পার বাংলায় ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হবে আজকের জ্বালাময়ী 'বাংলাদেশে'র কথা। জঙ্গীশাহীর ব্যাপারটা তো আজ আর ঢাকঢাকগুড়গুড়ে নেই, সোজা সরল ভাষায় চিহ্নিত হবে হামলাকারী খান-সেনা এবং শহীদ রোশোনারার কিংবা মুজিব ভাইদের জলন্ত অধ্যায়ের কাহিনী।

এইজন্যেই বেছে নিয়েছি ছড়া ঃ

সাদামাঠা বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের ছড়া ঃ

সংকলন বলতে ইদানীং বারবার ঘুরে ফিরে আসা একই নামের জাল থেকে এবার একটু বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে লেখা যাইহোক না কেন, কবিতার রাজ্যে মনোপলি কবিতা-লেখক ছাড়া ইদানীং সংকলনগুলোতে কেউ ঠাঁই পাচ্ছেন না। পাওয়ার কথাও নয়, কারণ কেইবা তরুণ থেকে তরুণতম লেখকের ঝক্কিটা পোহাবে, তাই ওসব ঝামেলায় আজকাল বিশেষ কেউ যেতে চাইছেন না, এই অচলায়তন ক্রমশঃই ভাঙছে। এখানে অনেক কবি পাওয়া যাবে যাঁদের নাম জন্মেও কেউ কোনদিন শোনেননি কিন্তু ছড়া দেখুন, অনেক বাঘা কবির সমকক্ষ। আমার প্রধান কর্তব্য ছিল প্রথমে ছড়া, পরে ছড়াকার অর্থাৎ কবি। কদ্দুর কি হয়েছে জানি না তবে এক সারিতে সবাইকে বসানোর একটা আলাদা আনন্দ পাওয়া গেল।

তাছাড়া

এই প্রথম একটি সংকলন বেরুলো যাতে প্রবীণতম লেখকদের সঙ্গে তরুণতম কবির পাশাপাশি ছড়া সংযোজিত হয়েছে। আসলে 'বাংলা-দেশে'র এই চেহারাটা শুধু প্রবীণ চোখে নয় যুবক তরুণ থেকে

তরুণতম কোনো বালক-কবির চোখে একটা ঘটনা কিভাবে চিহ্নিত হতে পারে, এটা দেখানোই এই সংকলনের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রামাণ্য গ্রন্থ হ'ল কি হ'ল না, কেউ কেউ বাদ পড়লো কি পড়লো না এসব তর্কে আমি আদৌ যেতে রাজী নই। তবু জানাচ্ছি—বেশ কয়েকজন কবিকে আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও হয়তো নানান অসুবিধেয় তাঁরা ছড়া পাঠাতে পারেন নি।

এবং

সেই সঙ্গে বইয়েতে ঠিকমতো কবিদের সাজানোও সম্ভব হয়নি, তার একমাত্র কারণ হল—বেঠিক সময়ে হাতে লেখা আসা। শেষ ফর্মা মেক-আপ করার পরেও অনেকের লেখা এসেছে। এ সময়ে রচনা সংযোজনে সম্পাদকের পক্ষে কিছু করার সম্ভব ছিল না, সেজন্যে সূচীপত্রে যদ্দুর পেরেছি বয়ঃক্রম-অনুসারে কবিকে রাখার চেষ্টা করেছি। আর প্রথম দিকের ফর্মায় কবিদের আগে পরের ব্যাপারটা যদি হয়ে থাকে, তা হল কবিতার হ্রস্য দীর্ঘতা ও কবির সঙ্গে ছড়ার লে-আউটের সুবিধের জন্যে।

সংকলনে প্রাচীন ছড়াও রাখা হয়েছে, প্রতীকি অর্থে। অর্থাৎ প্রাচীন ছড়ার অবয়বে আজকের বাংলাদেশের ঘটনা চিত্রাঙ্কনে পরিবেশিত হয়েছে। এখানে দুষ্টু ছেলে মানে ধরা যায় খান নায়ক। যে দুটি ভাই শিবের গাজন গাইছে তারা এখন সামান্যতম কিছু পেলে হয়তো বাড়ি মানে পশ্চিমে ফিরে যেতে পারে। হয়তো একালের টিক্কা জেনেলে ওপারের কেউ তামুক খাচ্ছে কিংবা বুড়ো বুড়িকে মারা সত্ত্বেও এখন ভাঙা হাতে চুড়ি পরাতে চাইছে। এই মেজাজেই ছবি আঁকা এইভাবে প্রাচীন দেয়ালে আজকের পোস্টার মারা হয়েছে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে ছবি আঁকানো থেকে সুরু ক'রে সব কাজ শেষ করতে হ'ল, তাই ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়, তবে এসব ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে একটা আদর্শের ব্যাপার সেখানে অল্পস্বল্প ত্রুটি-বিচ্যুতি উৎসাহী পাঠক ক্ষমা করে নেবেন এটাই আশা করতে পারি।

এ বই বন্ধুবর রুদ্রেন্দু সরকারের সহযোগিতা ছাড়া বেরুতো না। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদ জানানোর নয়।

শান্তনু দাস

অখণ্ড বাংলা

ঢাকা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মীর্জাপুর, ফরিদপুর মৈমনসিং, বরিশাল, ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্ধমান, সাঁওতাল পরগণা।

বাংলাদেশ

[পশ্চিম]

পৃষ্ঠা ।ক

অন্নদাশঙ্কর রায় ৩৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩৩ বিষ্ণু দে ৩৬
দক্ষিণারঞ্জন বসু ৩৪ পরমানন্দ সরস্বতী ৪৬
হরপ্রসাদ মিত্র ৮১ দিনেশ দাস ৩৫ মণীন্দ্র রায় ৩৬
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩৬ গোপাল ভৌমিক ৩৮
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৯ ভবানী মুখোপাধ্যায় ৪০ অমিয়কুমার সেন ৪০
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩৫ সুশীল রায় ৫৭
অমিতাভ চৌধুরী ৩৭ জগন্নাথ চক্রবর্তী ৩৮
সুধীর করণ ৪১ সতীকান্ত গুহ ৪২ চিত্ত ঘোষ ৪১
মনোজিৎ বসু ৪৩ সিদ্ধেশ্বর সেন ৪৩ সুশীল কুমার গুপ্ত ৪৫ প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ৪৫
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ৪৫ সুকুমার রায় ৪৬ কৃষ্ণধর সন্তোষকুমার ৪৮ অধিকারী ৪৭ জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ৪৮ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯

আনন্দ বাগচী ৫০ সুনীলকুমার নন্দী ৮২ শঙ্খ ঘোষ ৬৫ তরুণ সান্যাল ৫১ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৫২ শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৫৩
দুর্গাদাস সরকার ৪৭ তুষার চট্টোপাধ্যায় ৫৬
ফণিভূষণ আচার্য ৫৩ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৮৬
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৫৪ দিব্যেন্দু পালিত ৫৪
অমিতাভ দাশগুপ্ত ৫৫ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৫ নির্মলেন্দু গৌতম ৬৪
নচিকেতা ভরদ্বাজ ৫৭ সুনীল বসু ৫৮ কার্তিক ঘোষ ৮২ সরল গুহ ৬৪ রমেন দাস ৮১ সামসুল হক ৫৮ শান্তিকুমার ঘোষ ৬৫ অজিতেশ



সূচীপত্র

বাংলাদেশ

(পূর্ব)

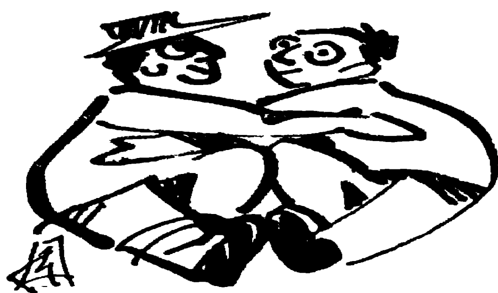
অখণ্ড বাংলা



এক বাঘের নাম এঁতা।
বুড়ির নিল খেঁতা॥
'এক বাঘ এক বাঘ।
এক বাঘের নাম উগারের খুঁটি,
চাউল চাবায় মুঠি মুঠি॥
এক বাঘ এক বাঘ।
এক বাঘের নাম অই দই॥
গোয়াল মারিয়া খাইল দই
এক বাঘ এক বাঘ।
এক বাঘের নাম আমলা,
বলদ মারে বামলা।
এক বাঘের নাম লাতুর লুতুর,
ছুতার মারিয়া আনলো আঁতুর।
এক বাঘের কপালে ফোঁটা,
বৈরাগী মারিয়া আনলে লোটা।
এক বাঘের নাম এঁকী
ঘরত আনলে ঢেঁকী।



তাঁতির বাড়ী ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের ছা
খায় দায় গান গায়, তাইরে নাইরে না।
সুবুদ্ধি তাঁতীর ছেলে কুবুদ্ধি ঘনাল,
আক্রাবাড়ী নিয়ে তাঁতী ব্যাঙের ছা মারিল।
আজি ডেঙ্গা কাজি ডেঙ্গা মধ্যে ধনেখালি,
যেখান হ'তে এল ব্যাঙ চৌদ্দ হাজার ঢালি।
হুগলির সহরের ভাই ব্যাঙের অভাব নাই;
যেখান হতে এল ব্যাঙ সনাতন সেপাই।
সুতা নাতা নিয়া তাঁতী চলল মনির হাটে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ আগুলিল পথে।
সুতানাতা নিয়া তাঁতী উঠিল গিয়া ডালে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ মারুল লাথি মুয়ে।
ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতী যায় গড়াগড়ি;
চৌদ্দ হাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতী করে হাইফাই,
না মার না মার মোর তাঁতীরে গোঁসাই।



আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই
একটি দুটি পয়সা পেলে
বাড়ি ফিরে যাই

সাদা শঙ্খ আকাশে ছাই
আমরা দু'ভাই গাজন গাই
গাজন গানে তেলাভোলা আঠ
গাইতে গাইতে গলা হল কাঠ।



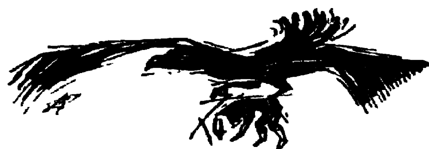
খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল
বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে
ধান ফুরল পান ফুরল
খাজনা দেব কি
আর কটা দিন সবুর কর
মুড়ি ভেজে দি.



'লাউলের বৌলো সাধন্তি ! কি কি খাইতে সাধ ?'
'ঘরের ছাইচে নলভোগ ছিম, তাই খাইতে সাধ।'
'লাউলের বৌলো সাধন্তি ! কি কি খাইতে সাধ ?'
'ঘরের ছাইচে কাজলা ছিম ; তাই খাইতে সাধ।'
'বরইর অম্বল কড়কড়া ভাত ॥ লেমুপাতা পান্তাভাত ॥



মাইনকা যাবি নাকি তুই রামঠাকুরের নায়,
ইলের কচু বিলের শাক রাইন্ধ্যা থুইছি ঘরে,
এমন সময় খবর আইলো মাইনকারে মিছে বাঘে।
ও মাইনকা আয়,
আর যাবিনি রামঠাকুরের নায় ॥



টাইলো টুয়ানি
খইলসা মাছের বোয়ানি ।
মামা দিলে খইলসা মাছ, তারে নিল চিলে
চিলের লাগাল যদি পাই
ঘাড় ভাইঙ্গা রক্ত খাই ।



হুরম বিবি খড়ম পায়
লাল বিবি জুতো পায়
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই
ঢাকা গিয়ে ফল খাই
সে ফলে বোঁটা নাই ॥



দিদি লো দিদি একটা কথা
কি কথা ?   ব্যাঙের মাথা
কি ব্যাঙ ?   সরু ব্যাঙ ।
কি সরু ?   বামন গরু ।
কি বামন ?   ভাই বামন ।
কি ভাট ?   গুয়া কাট
কি গুয়া ?   বিফ গুয়া
কি বিফ ?   সোনার বিফ ।
কি সোনা ?   ছাই সোনা ।
তার অর্ধেক ভাগ নেনা ।

ভাগ নিয়ে করব কি ?
তোর ভাগ তোরে দি ।



আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥
কমলা পুলির টিয়েটা।
সূর্যি মামার বিয়েটা॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই॥
একটা পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া॥
কচি কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল॥
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল
তারার নামে টগর ফুল॥

৩

হেলেঞ্চা কলমী লক্ লক্ করে;
রাজার বেটা পংখী মারে।
ওরে পংখী জোড়া মিল
সোনার কটরা রূপার খিল।



বাবরীওলা পুঙ্গির ভাই,
টিক্‌ক্যা জ্বালা তামুক খাই।
আইজ ঘরে তামুক নাই
খাজনা ফালা বাড়ীত যাই।
কান ধরইয়া ঘুরাইয়া,
খাজনা লইলাম মুড়াইয়া।



ঘুঙ্গি লো ঘুঙ্গি
কই যাস্‌ !
মামার বাড়ী।
ক্যাবে যাস্‌ '
আন্‌বে আক্কি,
মার্‌বে লাক্কি
আর কি !
আন্‌বে ঘোড়া,
দিব দৌড় চিঁ-হিঁ-হিঁ ॥



ছি ধর কটরা ধর,
বানন্যা বাড়ীর পুলা ধর।
পুলার হাতে বল্লার চাক,
ওরে পুলা বাপ ডাক॥



ভাই যায় যুদ্ধে
ওরে তোরা পথ দে
তলোওয়ার হাতে দে॥
তার মত জোরওয়ার
নাই কেউ নাই আর।
এই উড়ে ঝাণ্ডা।
দুশমন ঠাণ্ডা



আড়ি, আড়ি আড়ি,
কাল যাব বাড়ী॥
পরশু যাব ঘর
কি করিবে পর॥

বুড়া আমায় মারিছে
আঙুল আমার ভাঙ্গিছে ।
ভাঙ্গা আঙুলে আমার
আংটি পরাইছে
তোমরা হাইস্য নাগো বাবুরা
বুড়া আমায় মারিছে

বুড়া আমায় মারিছে
হাত আমার ভাঙ্গিছে
দেখ আমার ভাঙ্গা হাতে
চুরি পরাইছে ।
তোমরা হাইস্যনাগো বাবুরা
বুড়া আমায় মারিছে ॥

বুড়া আমায় মারিছে
পাও আমার ভাঙ্গিছে
দেখ আমার ভাঙ্গা পায়ে নূপুর পরাইছে
তোমরা হাইস্য না গো বাবুরা
বুড়া আমায় মারিছে ॥

বুড়া আমায় মারিছে,
কোমর আমার ভাঙ্গিছে
ভাঙ্গা কোমরে আমার বিছা পরাইছে ॥
তোমরা হাইস্য না গো বাবুরা
বুড়া আমায় মারিছে ॥

বুড়া আমায় মারিছে
চুল আমার কাটিছে
কাটা চুলে দেখ আমার ঝুমকা পরাইছে ॥
বুড়া আমায় মারিছে
গলা আমার কাটিছে ।
দেখ আমার কাটা গলায় হার পরাইছে



ছি-ছি খেলা আচ্ছা খেলা ।
দশটা বারটা মাইর‍্যা ফেলা
দশটা বারটা এং ঢেং
কুড়ালে কাটিল ঠেং



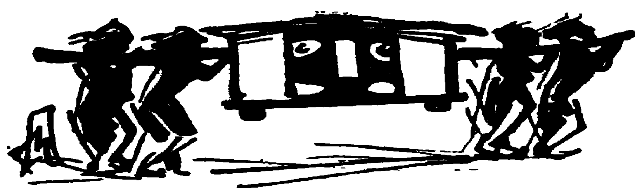
বড় বেটা পেট কাটা
মাগুর মাছের ঝোল
সব বেটাকে বলে দিব
বড় বেটা চোর



আম-জাম-নারিকেল,
শশা-কলা-তাল বেল।
ভাল ফল যত পাও।
পেট ভরে তত খাও।
খাইয়া দাইয়া কাঁচা ফল
রক্ত করে টল্‌মল



মশা রে মশা ডানা খসা,
ডানায় দিলাম বাড়ি।
হুগল মশা চলল্যা যা রে
খোকার দুশমন বাড়ী॥



কাঁচ কাঁচ পালকি গুলো ।
তার ভেতরে দুষ্টু গুলো
দুষ্টুদের পাড়ায় যেয়ো না ।
ওদের দেওয়া পান খেয়ো না ॥
পানেতে মৌরী বাটা
স্কুলেতে চাবি আঁটা
স্কুলের জল গন্ধ ।
খিড়কী পুকুর বন্ধ ॥



এন্টি বেন্টি পাপা টেন্টি
টান টুল টেঙ্টা ;
তুই বেটা চোর হলি
চোখে হাত দিয়ে খেঁসটা



ছেলের বাপ ঃ—কাম বাগাইছি বারে
আর কার বাপোকে ডর ?
ঘ্যাগার (গলগণ্ড) কাপড় খ্‌ইল্যা বেট,
ক্ষীর কব্‌ল (খা) কর
মেয়ের বাপ ঃ—যে কথাটা কহিলেন বিহাই
সে কথাটা মানি,
মোর বেটিরে যে বিয়া দিলাম
দ্‌ই চোখ তার কানি ।
আজ ব্‌ঝবেন না বিহাই
ব্‌ঝবেন কাল,
হাত ধইর‍্যা পার করতে হবে যখন
বড় বড় আল ।



পাখি পাখি পাখি
সাত সতীনকে গঙ্গায় নিয়ে যাক,
আমি ঘাটে—এ বসে দেখি।

উদ বিড়ালী উদ্ খা
স্বামী রেখে সতীন খা
অশথ তলায় বাস করি।
সাত সতীনের সাত কোঠা
তার মাঝে অভ্ভরের কোটা
অভ্ভরের কোটা লড়ে চড়ে
সাত সতীনরে পুড়িয়া মারে॥



মুখে কয় থাকো থাকো
পায়ে ঠ্যালে নাও
চোরা কুটুমের বাও॥



ঘন দুখের ছানা
সবাই বলে দেনা দেনা
দিলে যে মোর ঘর চলে না
সেই কথাটি কেউ বোঝে না ॥

রাম লক্ষ্মণ দুই বাই (ভাই)
পথে পাইল মরা গাই (গরু)
রাম বলে খাইয়্যা খাই,
লক্ষ্মণ বলে নিয়া যাই।



হাতে লাঠি কান্ধে বাঁশ, আমি আইলাম কালিদাস,
বাঘ মারি বাঘানি মারি, ভৈষ ভালুকের মুণ্ডু ছিঁড়ি,
ঠাডা জিলকি দুই হাতে ধরি।
আসমানে লাঠি, জমিনে কাটি, পর্বতের মাথায় লাথি,
হাতীর কাঁধে রাম দা ধারাই, আমি বাঙ্গারামের নাতিরে,
আমি বাঙ্গারামের নাতি



চি চাটকা আমের বোল
গাছে উঠি মারি শোল
শোলের কপালে ফোঁটা
খেড়ু মারি গোটা গোটা



জিত পট্টি জিতোঙ্গা
আ সাথে খেলোঙ্গা



কত পোড়া পুড়লা গো আল্লাহ্,

পুড়ইয়া কর্‌লা ছাই।

কার কাছে কর্‌বাম নালিশ ;

জাগা ত আর নাই ॥

সুখ কর গো পুতের বউ ; সুখ তোমার দিছে।

এই সুখ আছিল আমার ডাকাইতে লইয়া গেছে ॥

এই কপালে ছিল আমার দুধ ভরা থাল

এই কপালে আছিল আমার ঠোঁকরে ভাংতা গাল ॥



মা গো মা দুইগা চাইল ভাজ্‌জ্যা দে ।
এই চাইল খাইতাম না, কল্‌সী কিন্‌ন্যা দে
কলসীর ভিতরে ডোরা সাপ ;
কিলুম কিলুম করে ॥
মামুগ বাড়ীর গোপাই দিয়া হইল মাছ যায় ।
হ্‌ইল মাছের লেঙ্গুর দিয়া হইল মাছ যায় ।
হইল মাছের লেঙ্গুর দিয়া বউ আন্‌তাম যাই ।
বউয়ের ঘরে ছেঁড়া অইছে নাম থুমু কি ।
আশ্‌কর আলী সদাগর
টিপ দিয়া লেদা বাহির কর ।
ভেড়া ভেড়ী পার কর ।

বাংলাদেশ

[পশ্চিম]

বঙ্গবন্ধু

অন্নদাশঙ্কর রায়

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্ত গঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়
জয় মুজিবর রহমান।



মিষ্টি-মাটি বাংলা দেশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র



কামান, বিমান,
তার সঙ্গে ট্যাংকও।
সেই গুমোরে ক'শো যোজন
ডিঙিয়ে বাড়াস ঠ্যাং তো!

বাংলা দেশে ভিজে মাটি,
নরম মাটি মিষ্টি মাটি।
আঁচড় কামড় দিতে এলে
জানিস কেমন দাঁত কপাটি?

জঙ্গী জুলুম চালাস যত জবর,
তোর সঙীনেই খুঁড়িস নিজের কবর।

কতোবার এল কতো না দস্যু

বিষ্ণু দে

কতোবার এল কত না দস্যু !
কতো না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কতো
গ্রাম উজাড়
কতো বুলবুলি খেল কতো ধান,
কতো মা গাইল বর্গীর গান
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি,
তাঁতি আর কামার।





নিজে বাঁচলে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

জঙ্গী ইয়াহিয়া
ভুট্টোটাকে নিয়া
ঢাক্যায় আইস্যা সল্লা করে,
তা-ধিন-ধিন ধিয়া।

কিন্তু কি যে হইলো,
সবই বুঝিন গেলো ;
পলা-পলা রব উইঠ্যাছে
বিগড়াইয়া যায় হিয়া !

পাকিস্তানী মিঞা
জঙ্গলী ইয়াহিয়া
ঢাকার থিকা উইড়া পলায়
টুপি ফিক্কা দিয়া ;
ভুট্টোও ধায় পিছে পিছে
আন্ধার মুড়ি দিয়া
জান বাঁচাইতে গিয়া !



লাথি

দিনেশ দাস

পাকিস্তানী বিমান গেল মাথার উপর দিয়ে,
বাংলাদেশের মিছিল'পরে ধরল ছায়ার ছাতি।
গাঁয়ের মোড়ল লক্‌ড়ি তুলে
সেই বিমানের নাগাল পেল নাকো,
মারল জোরে ছায়ার'পরেই গোদা পায়ের লাথি।

সেই ছায়াকে লক্ষ্য করে মিঁয়ার সঙ্গী সাথী
একটি ক'রে রাখল শুধু নগ্ন পায়ের লাথি॥

পালাও

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আঠারো গন্ডা ঘায়ের জ্বালায়
জ্বলবে জঙ্গী খাঁ।
বাংলার বাঘে যদি কামড়ায়
রক্ষা থাকবে না।
তাহলে পালাও, ঘরে ফিরে যাও
খাও ভুট্টা ও ভিন্ডি
পিন্ডিতে বসে চটকাও কষে
পাকিস্তানের পিন্ডি।



বাঙলা দেশের আজব কান্ড

মণীন্দ্র রায়

গান জুড়েছে কামান ছুঁড়ে
ভস্মলোচন
বোমারা তার দোহার।
হিসেব ছিল—যুদ্ধ হবে
কেতামাফিক
বারুদ এবং লোহার।

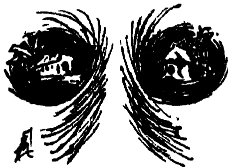


মাঝ আকাশে আগুন লেগে
জ্বলছে সেই
পাকীস্তানী ফানুস!
বাংলাদেশে আজব কাণ্ড
শক্ত বেশি
লোহার চেয়ে মানুষ!

পারাপার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।



দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।

ওপারে যে বাংলা দেশ
এপারেও সেই বাংলা!

নরম মাটি বেজায় গরম

সুশীল রায়

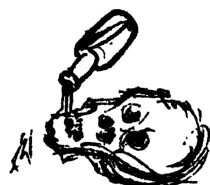
১

নরম মাটির দেশে এসে
আছি পরম মৌজে
ভাগ্যে মোরা নাম লেখালাম
ইয়াহিয়ার ফৌজে

দেশের মাটি নরম বটেই
মানুষরা সব পোক্ত,
মশকরাতে মন বসে না
বশ করা তো শক্ত !
পুরুষমানুষ গর্জে বেড়ায়
মেয়েদেরও মর্জি বেজায়—
কে ভেবেছে চোখ রাঙাবে
এদের ঘরের বৌ যে !
মশকরা কি করব না হে—
বৃথাই এলেম ফৌজে ॥

২

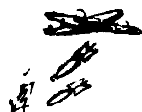
ওখান থেকে ছুঁড়লে গোলা
আমবাগানে পড়ল,
নারানগঞ্জে রমনার মাঠে
তামাম মুকুল ঝরল ।
ইসলাম আবাদ ক'রে ক'রে
ইসলামাবাদ গড়ল ।
আমার মুলুক আমার জমিন
আমার না ? এ তোর লো !



আপনি নাকি 'বাঙলা' খান

অমিতাভ চৌধুরী

এই যে, ইয়াহিয়া খান
আপনি নাকি 'বাঙলা' খান
বাঙলা খেলে, ডবল খান ।
বাঙলা হ'ল খান খান



৩

ওরে ঈশ্বর, ওরে আল্লা—
হলি নাকি কানে কাল্লা ।
দিন দুনিয়া ঝাল্লাপাল্লা
শুনতে পাস নে, কানে তাল্লা ।
ঝড় তুফানে মাঝিমাল্লা
চিল্লা চিল্লা ।

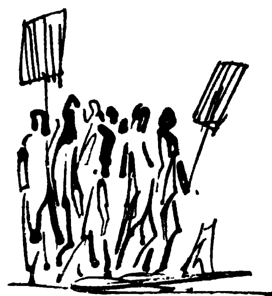
হটিয়ে দেওয়া যায় না

গোপাল ভৌমিক

আচ্ছা বাবা, বাঙলা দেশে
হামলা করে কারা ?
হটিয়ে দেওয়া যায় না তাদের
দিয়ে ভীষণ তাড়া ?
বাঙলা দেশের মানুষগুলি
ভালো বলেই বুঝি
ঢাল তরোয়াল ছাড়াই লড়াই
করে সোজাসুজি ?

তোমরা তো সব মুখে বল
'জয় বাঙলার জয় !'
অস্ত্র হাতে এগিয়ে যেতে
এতোই কেন ভয় ?
বাঙলা দেশের মানুষগুলি
যায় যদি সব মরে
কি আর হবে 'জয় বাঙলা'
চেঁচিয়ে সমস্বরে ?





তালাক

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মস্ত পাঠান ইয়াহিয়া নাচতে লেগেছে
কে দেখেছে কে দেখেছে ভুট্টো দেখেছে ।
মুজিবরের লাল লাটি ছুঁড়ে মেরেছে
বুড়ীগঙ্গায় নরমুন্ড ভেসে উঠেছে
শিলাইদহে গুরুঠাকুরের বড্ড
লেগেছে ।

বেতার যোগে তালাক পড়ে
পাঠান ইয়াহিয়া
ঢোকুসকুস বাজনা বাজে
ছাড়াছাড়ির বিয়া

বরিশাল

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়



এক-যে ছিল ছোট্ট ছেলের বরিশাল
স্মৃতির নূপুর ঝুমুর দুপুর তারিখ
সাল

গলায় হলুদ নদীর মালা সুবিশাল
বেরোয় টিয়ে সবুজ বনের বরিশাল

সকাল আসে গায়ে রোদের পশম শাল
পায়ে পায়ে ছোট্ট ছায়া বরিশাল

ইস্কুলে যায় মাঠে খেলায় সাতসকাল
ছোট্ট ছেলের সঙ্গী দুষ্টু বরিশাল

ঘোলা স্রোতের ঘূর্ণি তবু কী-উত্তাল
অগ্নিযুগে নিশির ডাকের বরিশাল

স্বদেশ-স্বদেশ ক'রে মিছিল টালমাটাল
ফাঁসির চেরাগ মুখ দ্যাখে তার বরিশাল

রূপশালি ধান স্তন্যদানে ইন্দ্রজাল
নারিকেলের চামর-হাতে বরিশাল

কোথায় গেল, কোথায় ছেলে, কই
সেকাল
কতকাল রে ছিল কোথায় বরিশাল

আজকে হঠাৎ দেশান্তরের পঙ্গপাল
উড়ে এসে বসল জুড়ে বরিশাল

শস্য চিতাভস্ম হা-হা মাঠ-জাঙ্গাল
তালসুপারির রক্তশিখা বরিশাল

রক্ত খালি রক্ত স্মৃতি স্বপ্ন লাল
লক্ষ নদীর রক্তস্নানে বরিশাল

রক্তে বাঁধে রাখী রাখীর রঙ্‌গুলাল
দূরের মানুষ জাগে—জাগায় বরিশাল

বুকের মধ্যে দাপায় বাংলাদেশ দামাল
বুকের মধ্যে ভূগোল-ভোলা বরিশাল ॥

বাংলা দেশের ছড়া
ভবানী মুখোপাধ্যায়

১ ধূ ধূ এই বাঙলায়
বুলবুলি ধান খায়
খান সেনা গান গায়
লাখে লাখে জান যায়।

২ লাগলো আগুন
লাগলো আগুন
ঠক ও পাতক
কষাই ঘাতক
এবার সবাই
হবেই জবাই।

৩ ইয়াহিয়া পালোয়ান
গায়ে দিয়ে আলোয়ান
বলে ওরে আলো আন
আজ বুঝি যায় মান।

৪ করাচীর কাছাকাছি
করো যত নাচানাচি
শেষ হবে এই দিন
ঘাড়ে বসে রবে জিন।

৫ মোঘল পাঠান হদ্দ হ'লো
পাশী পড়ে তাঁতী
বাংলা দেশে হামলা করে
চেঙ্গিস খাঁর নাতি





বাংলা দেশের ছড়া
অমিয়কুমার সেন

মায়ের বুকের সুধা দিয়ে
গড়া মুখের ভাষা,
সুধার সাগর করবে শোষণ
দুঃশাসনের আশা।
সাত কোটি মুখ গর্জে ওঠে—
রও দূরে বেইমান,
মুখের ভাষার বেইজ্জতি
মায়ের অসম্মান।
সুধার সাগর বুকের রক্তে
আজকে লালে লাল,
কোন্ অগস্ত্য পান করে এই
সমুদ্র উত্তাল।



কে জাগেরে কে জাগেরে

সুধীর করণ

এপার বাঙলা ওপার বাঙলা
মধ্যিখানে চর ।
তারই মধ্যে জেগে আছেন
মহান মুজিবর ॥

পদ্মা আমার পদ্মা রে
কর্ণফুলী মেঘনা রে—
সাত দরিয়া তের নদীর পার থেকে
দত্যি-দানা দিচ্ছে হানা ;
বাঙলাদেশের কোল থেকে—
ছিনিয়ে নিল রক্তে মাখা বাচ্ছাকে
মাগো তোমার কোল থেকে ।

হন্যে এরা বরগী রে
চারদিকেতে ধর ঘিরে ।
ধান কোথা' রে কোথায় চাল
বুলবুলিরা হেই সামাল্ ।
মারতে যাবি বুলবুলি ?
ঢিল ভরে নে এক ঝুলি ।
খাঁ-সাহেবের ঝুঁ—টি
ছিঁড়বে হাজার মু—ঠি ।

এপার বাঙলা ওপার বাঙলা
মধ্যিখানে চর ।
কে জাগেরে, কে জাগেরে
জাগেন মুজিবর ।
এক নয় রে দুই নয় রে হাজার
মুজিবর ।

লালকমল না নীলকমল ?
লালকমল । লালকমল ।
পালাবি তো পালা
গলায় দড়ির মালা ।

মেঘনা রে মেঘনা

চিত্ত ঘোষ

হিজলে ও ছায়ানিমে
রাগে রী রী রোদ্দুর
পুব থেকে পশ্চিমে
রক্ত সমুদ্দুর ।

নদী নালা রক্ত রে
জলমাটি রক্ত
বুক ভরে বৃষ্টি
ভালোবাসা রক্ত

বৃষ্টিরে বৃষ্টি
মেঘনা রে মেঘনা
শিকড়ের মুখেতে
বৃষ্টির তৃষ্ণা ।

হিজলে ও ছায়ানিমে
রাগে রী রী রোদ্দুর
পুব থেকে পশ্চিমে
রক্ত সমুদ্দুর ।





বাংলা সোনার বাংলা

সতীকান্ত গুহ

বাংলা, সোনার বাংলা আমার সবুজ বনের টিয়া
ছেলেবেলার সে এক সোনার দেশের খবর নিয়া,
এসেছিল সবুজ বনের হলুদবরণ টিয়া।
খবরটা সে সত্য খানিক, খানিকটা রূপকথা,
মাটির ইতিকথার বুকে যাদুর কণকলতা।

মায়ের চোখের চাওয়ার মতো স্নিগ্ধ নদী বিল,
চেনা মিষ্টি মেয়ের মতো চাঁদের মুখে তিল।
সর্ষে ক্ষেতের সোনালী ঢেউ, বকুলতলার পথ,
নদীর বুকে তিনটে শুশুক, আষাঢ় মাসের রথ।
সব মিলিয়ে সব জড়িয়ে সোনার দেশের ছবি,
এই ছবিটাই নানান রঙে আঁকেন নানা কবি।

সেই সেদিনের টিয়া
সোনার দেশের আরেক পালার
খবর এল নিয়া।
রূপতড়াশের পাশাবতী দান ফেলেছে শেষে,
রাক্ষসেরা জোট বেঁধেছে বাংলাদেশে এসে,
লালকমল আর নীলকমল ও সঙ্গী ছিল যারা
বনবাদাড়ে ফিরছে সময় হলেই দেবে সাড়া ;
সোনার দেশের কীর্তিনাশা রক্তে লালে লাল,
"জয় হবে, জয় তবুও" বলে, "আজ না হলেও কাল।
জয়ের কথা সত্যখানিক, খানিকটা আশ্বাস
দুই মিলিয়ে ভাবী যুগের জয়ের ইতিহাস।

বাংলা, সোনার বাংলা আমার ! গঙ্গাপারের টিয়া
ওপার কাঁদে, কাঁদে এপার চক্ষে আঁচল দিয়া
কাঁদে দেশের মাটি আমার কাঁদে হলুদ টিয়া।

চোখের জলে রক্ত দিয়ে নিশান আঁকে কারা ?
লালকমল আর নীলকমল আজ চারদিকে দেয় সাড়া।



বাংলা ছড়া

মনোজিৎ বসু

১

জঙ্গী সেপাই টিক্‌কা খান
হুক্‌কা খেতে হিক্‌কা খান !
কল্‌কে ছিল হুক্‌কাতে,
ছিট্‌কে পড়ে ধাক্‌কাতে ;

মাটির 'পরে আগুন বেশ !
সেই মাটিতে বাংলাদেশ
টিক্‌কা খানের দেয় কবর,
বিশ্ব জুড়ে সেই খবর !
টিক্‌কা বাঁচে ? কী অদ্ভুত !
টিক্‌কা সে নয়, টিকার ভূত !!

২

নাই কোনো হিয়া যার,
নাম—ইয়াহিয়া তার ।
সে যে বড়ো ফাঁকিবাজ !
চাপা রয় তা কি আজ ?
মুখে নিয়ে সৎভাব
করেছে অসদ্ভাব ।
কবে তাই ইতিহাস—
ইয়াহিয়া হিয়াহীন !
বাংলার মা-টি দিবে
অভিশাপ নিশিদিন ॥

ফুরোয় নি

সিদ্ধেশ্বর সেন

জুড়োলো কি পাড়া—
জুড়োয় নি

ফুরোলো কি সাড়া—
ফুরোয় নি

ঘরে বসে কেউ
বুড়োয় নি—
কারও ছেলে

ক্ষেতে-মাঠে নেমে এলে বুলবুলি
ধান নয়, মেপে ফিরোয় সে গুলি
বর্গী তাড়ায় রহিম ও
রামে মিলে
জুড়োলো কি পাড়া—
জুড়োয় নি

ফুরোলো কি সাড়া—
ফুরোয় নি, ফুরোয় নি, ফুরোয় নি ॥



রাজার ছড়া

সুশীলকুমার গুপ্ত

জঙ্গী রাজা ভেবেছিলেন
ঘুমিয়ে আছে সবাই ;
যা খুশি তাই যাবেন ক'রে,
নেবেন যা তাঁর চাই।

নয়া বর্গীর সুশাসনে
জুড়িয়ে আছে দেশ,
বুলবুলি ধান খেয়ে গেলেও
খাজনা পাবেন বেশ।

চরম মজা জমবে যদি
কাড়তে পারেন ভাষা ;
ট্যাঁ ফুঁ করতে পারবে না কেউ.
বনবে গোলাম খাসা।

এমন সময় বাদ্যি বাজে,
রাজার শান্তি ভাঙে ;
লক্ষ মানুষ গর্জে ওঠে,
ভরা কোটাল গাঙে।

কে যেন এক নেতা হাঁকে,
'দেব না ধান প্রাণ,
মানব না আর হুকুম, হুজুর,
সাবধান, সাবধান।'

রাগে রাজার গোঁফ জোড়াটা
লাফিয়ে উঠে খাড়া,
হাঁক ছাড়তেই সেপাই ছোটে
ঝাঁপিয়ে সড়কপাড়া।

সামনে যা পায় শূন্য করে,
রক্তে মাটি কাদা ;
শেয়াল শকুন বসায় গাজন,
নেই কোন আর বাধা।

কিন্তু এ কি ! দেখেন রাজা
ফলছে ক্ষেতে গুলি,
বারুদ বোমায় যায় ভ'রে যায়
ঠাকুরদাদার ঝুলি।



বুঝতে পারেন, বুটের তলায়
সবটা চাপা শক্ত,
মারতে গেলেই মার খেতে হয়,
জল নয় ঠিক রক্ত।

কি হবে রে, কি হবে রে,
নিজের প্যাঁচে প'ড়ে
ছটফটিয়ে মরেন, মরণ
কামড় দিতে জোরে।

মাথার মুকুট ছিটকে পড়ে,
হাত পা ভয়ে সরু ;
নটে গাছটি মুড়িয়ে খেল
নতুন কালের গরু।

দেখা

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

এপার বাংলা ওপার বাংলা
মধ্যে খরস্রোত,
ঘর যে হলো দু'ভাগ, আপন
ভাই হলো তাই সৎ।

দেশ হলো দুই টুকরো তবু
রইলো নাড়ির টান,
শায়ক-বেঁধা বুকের মধ্যে
প্রাণ করে আনচান।

দিনের রাতের চাকায় বাঁধা
শমন হলো জারি,
বুকের রক্তে লিখলো যে ভাই
একুশে ফেব্রুয়ারী।

এপার বাংলা ওপার বাংলা
যে যার ঘরে একা ঃ
এমন করে ভাবিনি ভাই
হঠাৎ হবে দেখা।

শুভক্ষণে শাঁখ বাজে না,
তাকাই রুদ্ধশ্বাস—
বিধবা বৌ আনলো বয়ে
ভায়ের মরা লাশ



দুই বাংলার আকাশ কাঁপায়
মেঘের 'গরজানি',
সব একাকার করেছে ভাই
চোখের লোনা পানি।



ছড়ানো বাংলা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

১
দুই পারে দুই সোনার বসত
এক পারেতেই হাজার শপথ,
আর পারে কই প্রাণের জগৎ
মাটির টানে আনবে সনদ !

২
গঙ্গা-পদ্মা উজান জলে
ইলশে মাছের রুপোয় ঢলে—
বাংলা গানের তানের তলে
ভাষা একই কথার ছলে।

৩
জয় বাংলার সুর ভাসছে—
তাই বাংলায় দুর হাঁকছে,
রাখীর সাকী কই হাসছে ?
মনের মুক্তি কাল আসছে।

৪
জঙ্গীসাহীর জবরদস্তি—
নতুন নায়ক আনবে স্বস্তি।



ছড়া-য় বাঙলাদেশ

সুকুমার রায়

১
ওরা করছে মহৎ কর্ম
প্রাণে মারছে লুটছে ধন
বড়ো লাভের আশায় দিচ্ছে
ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন।

২
ওরাই আসল ত্রাণ কর্তা
লক্ষজনের যে নেয় প্রাণ
লুটপাটে যে পরিপাটি
ধম্মোকম্মের দেয় প্রমাণ।

৩
ভূতকে পায় না ভূতে,
জানি ওঝা আসেন তবু
ফুসমন্তরে ঝাড়েন ঝোড়েন
ভূত কি ঠেকে কভু?
ভূতপূর্ব নতুন ভূত
দুই মিলেছে অদ্ভুত।

৪
ঢাকাঢাকির লীলাখেলায়
ঢাকার ঢাক বাজে,
মরি হায় রে।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা
যায় না সবার মাঝে
মরি হায় রে!



পূব বাংলার ছাড়া

পরমানন্দ সরস্বতী

ইয়াহিয়ার মস্ত লেজুড়,
কলির শনি ভুট্টো ঠাকুর—
বাংলা দেশের খেয়ে কলা,
সুখের ক্ষেতে বাড়ান গলা
কুকুর তাড়া মুগুর দেখে
দৌড়ে পালান বাংলা দেখে

২
ধিনতা ধিন ধিন
ঘাড়ে চেপেছে জীন
(মিঞা) ইয়াহিয়ার
খাঁচার পোষার
খোয়ার ভিন্ ভিন্।
বাংলাদেশের জঙ্গী শাহীর
ফুরিয়ে এলো দিন।

ছড়া-ছড়ি

দুর্গাদাস সরকার

দুই পা ছিল পাকিস্তানের
এক পা এখন হাতছাড়া,
ভুল বকে আজ ইয়াহিয়া,
সব কিছু তার খাপছাড়া।
বাংলা দেশের গেরিলা,...
অস্ত্র তাদের কে দিলা ?
কুল রাখিতে গেল যে শ্যাম,
কাটবে নারে আর ফাঁড়া।
দুই পা ছিল পাকিস্তানের
এক পা এখন হাতছাড়া ॥

সঙ্গে ছিল মেশিন গান ও
উর্দিপরা জঙ্গী ;
ভেল্কিবাজি ইয়াহিয়ার
একমাত্র সঙ্গী।
সঙ্গদোষে কল্কে মুখে
ছাড়ছে ধুঁয়া চ্যাপ্টা বুকে,...
কারণ, আছে ভুট্টো কাছে,
তাহারো সেই ভঙ্গী।
সঙ্গে ছিল মেশিন গান ও
উর্দিপরা জঙ্গী ॥

মেঘনা পরে হাড়ের মালা,
দূর করে সে হানাদার ;





পিণ্ডি চটকে খাবে এবার
ইয়াহিয়া দানাদার।
রক্তে রাঙা পদ্মা কাঁপে,
জাগল মানুষ ধাপে ধাপে ;
বাংলা ভাষী, কৃষক, মজুর
সব হয়েছে একাকার।
মেঘনা পরে হাড়ের মালা
দূর করে সে হানাদার ॥

ইয়াহি-তন্ত্র

সন্তোষকুমার অধিকারী

আহা এ যে গণতন্ত্র !
বুলেটই শক্তি, সতা বোমার
মহামারণের মন্ত্র।
জনমানসের দেবতা যে আছে
ইয়ার হিয়াতে, এটা যার কাছে
হয়নি বোধ্য সে হবে বধ্য,
ভাঙ্গো তার ষড়যন্ত্র,
অগ্নিশুদ্ধ হোক্ না দেশটা,
আহা এ যে গণতন্ত্র !

বুকের মধ্যে বাংলাদেশ

কৃষ্ণ ধর

ক্ষুব্ধ দিন
আর্ত রাত
প্রহর শেষ
বুকের মধ্যে
স্বপ্ন জাগে
বাংলা দেশ

নীলকমল
না, লালকমল
কে জাগে ?
বুকের মধ্যে বাংলাদেশ
আবার কে ।





হাল বাংলার ছড়া

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আম কাঁঠালের গন্ধ ভালো
পদ্মানদীর ধারা
বাংলাদেশের সবই ভালো
বাংলা ভাষা ছাড়া ?

বাংলা থেকে বাংলা তাড়াও
আজব হুকুম বটে
তাই বলে ছাই বুদ্ধি কি নেই
জঙ্গীশাহীর ঘটে ?

বুদ্ধি তো নয়, অতি বুদ্ধির
শেষটা গলায় দড়ি
মরণ কালে হরিনামের বেজায় ছড়াছড়িঃ
আল্লা তোমার গোরস্থানে
শখের কোরান্ পড়ি ॥

উল্টা টুপি পরাও

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

সুবচনীর হাটে গিয়া
কুড়াইয়া নিলা মালা
হাত ঝুম ঝুম পা ঝুম ঝুম
ইয়াহিয়ার খেলা,
নাচো মিঞা ইয়াহিয়া
কোমর বাঁকাইয়া
গুড় পাটালি খাইতে দিমু
ডালাটি ভরিয়া,
কালো কালো পাটালি নয় গো
রং কাঁচা সোনা
বিহান বেলার রসে গড়া
মোটা মোটা দানা,
হিজল কাঠে জ্বাল দেওয়া
ভোর ভিয়ানে কষা
খাজুর গাছের ডাঙ্গর ডাঙ্গর
ফুল পাটালি খাসা ঃ
মিঞা কেন ঘর পোড়াইলা
জমি জিরাত সব
বেবাক গাঁয়ের মানুষগুলা
করে হাহাকার রব।

গরু মারলা বাছুর মারলা
গোয়াল করলা কাণা
কলা মুলা শসার খেতে
দিলা রে কেন হানা ?
আগুন বোমা গোলা বারুদ
মারলা ছুঁইরা ছুঁইরা



শ্মশান হইল সোনার বাংলা
করলা ছাড়া খাঁড়া,
কওচেন দেখি ইয়াহিয়া
কেমন তোমার নজর ?
সরম গেল বৌ ঝিয়ারীর
তোমার মর্জির উপর।
এতুল বেতুল তামার তেঁতুল
উঁচায় নিশান উড়াও
ইয়াহিয়া শয়তানেরে
উল্টা টুপি পরাও।

মানুষ খেকো

আনন্দ বাগচী



এলেডিং বেলেডিং সইলো
মানুষ খেকো রাজামশাই
আচমকা কি চাইলো।
ঘুম ভেঙে হাই তুলেই দিল তুড়ি,
শান্ত্রীরা সব সেলুট দিল, থুঃড়ি !
ইয়াহিয়ার থাঁই বোজাতে
হামবড়া ভাই দোস্ত
কোটি খানেক বাঙাল বানাও গোস্ত্ ;
খান বাহাদুর বাংলা খাবেন
পিণ্ডি পিকিং টোস্ট্ !

শুঁড়ির সাক্ষী পিস্‌শাশুড়ি
মাতাল,
নাক খোয়ানী, নাকাল,
মতলবে মতলবে ভরেন
পাকিস্তানী পাতাল।

কিস্‌সা এখন, মাইরি, এখন অন্য
বেলুচ পাঠান সৈন্য এলো
ফোত হবার জন্য।
গোলাম বাঁদী গোলাম,
এক্কা দোকার খোলামকুচি-ই
সালাম, দেখি আমরা
নাগর দোলায়, দোলেন-ভোলেন
ডাইনে বাঁয়ের দামড়া।
তোয়াক্কা নেই বাংলা নেবেই
মানুষ খেকোর চামড়া ॥

ভাই পেরোচ্ছে নোনা সমুদ্দুর

তরুণ সান্যাল

রাজায়-রাজায় বাধলে লড়াই উলুখড়ের কি হয় ?
জবাবটুকু জানাই আছে সবার ।
উলুখড়ের ডাঁটায় যখন লোহার কাঁটা কি হয় ?
বাঙলা দেশে হচ্ছে সেই যা হবার !
কুলুপ ঠোঁটে চক্ষে ঠুলি মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি
হরেকতন্ত্র বক্তৃতাবাজ উনো
ভয় দুরদুর খতিয়ে দেখে কার কত লাভ ক্ষতি
সাজন বিবেক চুপচাপ ঘরকুনো ।
তুড়ুক নাচা গরম রাজা শরম ভুলে গিয়ে
শামু চাচার বাঁজা বৌ-এর দোরে—
ভুট্টো য়্যাহা ঢাকের বাঁয়া কেমন মায়ে ঝিয়ে
এমন নিকায় হুক্কা হুয়া করে ।
লাগ ভেলকি লাগ দেখে যা কার মেড়া কোন খুঁটি
জবর খবর পিঙু পঙ বল ছক
বাঙলা দেশের লক্ষ লক্ষ নিকেশ হওয়া ঘুঁটির
সংবাদই নয় স্বাধীন হবার শখ ।
গণতন্ত্রের ঘোমটা খসলো হনণতন্ত্রী ভেক
গাঁঠছড়া বয় ডান ও অভিবাম
ঘরের দোরে আছড়ে পড়ছে জয়ের অভিষেক
এক বাঙলায় হাজার ভিয়েতনাম ।
খেপলে বাঙাল সেপাই জাঙাল ভুলভুলাইয়া আঁধি
মতের ধাঁধাঁ, এক নিমেষে চুর—
অভ্যাসবশ আমরা কাঁদি, সাহসে বুক বাঁধি
ভাই পেরোচ্ছেন লোনা সমুদ্দুর ॥



বাংলার ছড়া

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর
তার উপরে বসে আছে সিপাহী বিস্তর।
এক সিপাহী ফড়িংগুঁপো এক সিপাহী আধলা চাঁদ
আয়রে আমার সোনামণি, আয় দেখবি বালির বাঁধ।
বালির বাঁধে ডুমুরের ফুল, বালির বাঁধে ঘোড়ার ডিম
মাসী গো মাসী পাচ্ছে হাসি নিম গাছেতে হচ্ছে সিম।
মাসীর বাড়ি নারায়ণগঞ্জ ফুফার বাড়ি আমেদপুর
এ পারেতে দুধ উথলোয়, ও পারেতে খেজুর গুড়।



পায়ে ফুটলো খেজুর কাঁটা, মাথায় তাগা বাঁধবে কে
রোদের মধ্যে বৃষ্টি নামলো, শ্যাল কুকুরের হচ্ছে বে !
এ পারেতে বৃষ্টি পড়ে ফুটো ঘরের চালা
ও পারেতে মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বালা !
মানিক গেছে কুষ্টিয়ায়   রাক্ষসেরা পান খায়
পান সাজতে হলো বেলা খান সাহেবরা বাড়ি পালা
ঝড়ে ডুবলো গয়নার নাও, তাঁবু ঠেকলো গাছে
তাই দেখে টাকডুমাডুম বিলিতি ভোঁদড় নাচে !
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, তুর্কি নাচন দেখে যা !

ও পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে !
ফুসমন্তর ফুসমন্তর দেখো তুমি কার ?
চোখ খুললে যায় না দেখা, মুদলে পরিষ্কার !

আমার ঐখানে জোর জবর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন দেখার ফাঁকেই
ওরা মারলো লাখে লাখে
অমন নীলরঙা আকাশকে
ওরা করে তুললো রঙিন
ওরা খানছায়েবের চেলা
হবে ভাগাতে এই বেলা
এবং মরতে কিছু হবেই
এমন মার-ডালো-কী পালায়
স্বপ্ন দেখার ফাঁকেই
ওরা মারলো লাখে লাখে
অমন নীলরঙা আকাশকে
ওরা করে তুললো রঙিন
যতোই থাক্ না হাতে সঙিন
পুঁতবো বাংলাদেশের নালায়—
এবং জ্যান্ত দেবো কবর
আমার ঐখানে জোর জবর





সূর্য-ওঠার ছড়া

ফণিভূষণ আচার্য

বাংলায় এবার বাজলো ভেরী
সূর্য-ওঠার কতো দেরি
ওঠো সূর্য পায়ে পড়ি
লক্ষীর ঝাঁপির সাত শ' কড়ি
শের-ই-বঙ্গাল জেগেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে
পাঠান এবার পিন্ডি যাও
ডালপুরী আর রোটি খাও

ওঠো বাংলা অঙ্গ তুলি
রোদ উঠেছে কম্‌লাফুলি
কম্‌লাফুলে জাগলো কন্যা
পদ্মা-মেঘনায় লাগলো বন্যা
বানের মুখে ভাসলো ভেলা
মেঘে মেঘে অনেক বেলা
এখন লাগো কাজের কাজে
লাল মেঘে বাদ্যি বাজে
মেঘে মেঘে বাজলো ভেরী
সূর্য-ওঠার কতো দেরি
ওঠো সূর্য পায়ে পড়ি
রক্ত ঢেলে বাঁচি মরি

বাংলাদেশ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

তুমি ছিলে
আমার চোখের নীলে
যেন প্রথম মিলে ;
তুমি দিলে
প্লাবন-পবন বুকের শ্বাসে
মিলিয়ে দিলে ;
(তবু) লিখতে পারি কই
তুমি আমার পদ্মসকাল
শিশির ভেজা ঘাসের পাশে
ফুল কুড়ানো সই ।
লিখতে পারি কই ?



(আজ) অনেক ফুলই পর
আপন এই শরীরটুকু
বয়সে মন্থর ।
এখন আমি সূর্য ভুলে গেছি
ভোরের পাখির কাছাকাছি
যাইনি কতদিন ;
এখন আমার বাড়ছে শুধু ঋণ ।
তবু যখন ক্লান্ত ডানায় একা
দেখি আকাশ সন্ধ্যাতারায় আঁকা
তোমায় মনে পড়ে তুমি
নি—শ্বাস হয়ে বাঁচো,
তুমি আছো
আমার আসা যাওয়ার পথে
চিরদিনের আকাশ হয়ে আছো ॥



ডুগি-তবলা

দিব্যেন্দু পালিত

১ মিঞা ইয়াহিয়া—
ইয়াব্বড়ো হিয়া ।
এদিক মারেন, ওদিক কাটেন—
ভয়ে কাঁপন দিয়া ।

২. জনাবালী ভুট্টো—
চোখ কচলিয়ে কন,
পড়েছে কি কুট্টো !
আসলি না মেকী রে !
একী সব দেখিরে !
রক্তে ছিলার টান—
সব ক'টা বুকে ডাকে
পদ্মার ভরা বান !

৩. ইয়াহিয়া বললেন,
শোন ভাই, আল্লা
বলেছেন 'পাছিমেই
ভারী হবে পাল্লা ।'
তাই তো—
আল্লার নাম নিয়ে
দিই কুরবান্ তো
বঙ্গের ভাইরে !
এই তো—
আর কিছু নাইরে !



ছড়ায় বাঙলাদেশ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মরেও মরে না,
তাজ্জব দেশ !
'পিণ্ডির ছাড়ে হিয়া,
খেয়ে চাও চাও
বললেন মাও—
'আমি আছি, ইয়াহিয়া !'

২

স্যাবার, প্যাটন, টাইগার ট্যাংক
দুরুম দুরুম শব্দ
সব খেলা শেষে লুঠেরা পাকেরা
ভাতেও পানিতে জব্দ ।

৩

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি
ভাঙছে গোলা গাড়িগাড়ি,
আকাশ মাটি পুণ্যিপুকুর
ছাপিয়ে তবু রবিঠাকুর !

৪

আয় বিষ্টি ঝেপে
জান দেয় না মেপে
নয় রে বুড়ো আংলা
গড়ছে যারা বাঙলা
মেঘের পোনা মেঘের ছা ।
পুব গগনে উড়ে যা ।

আগডুম বাগডুম

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
যুদ্ধে চলেছেন ইয়াহিয়া খাঁ যে,
সঙ্গে কে যাবেন ? টিক্কা খান্ তো
বাংলাদেশকে করতে শান্ত ।

দুইপারে বাংলা মধ্যখানে চর
সেইখানে রয়েছেন লক্ষ মুজিবর,
বাংলা মায়ের ঘোচাবে দীনতা
কিনবে রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা ।

ক্রমে পিছে হটে যান ইয়াহিয়া-টিক্কা
অস্ত্রের ধার ভাঙে দীপ্ত প্রতিজ্ঞা ।
প্রাণ দেবে তবু তারা মান দেয় না যে
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে ।



জয় বাংলার ছড়া

তুষার চট্টোপাধ্যায়

আটুল বাটুল শ্যামল শাটুল কালো বাদুড়ের ছা
করাচী আর পিণ্ডী ভাবে কোথায় রাখি পা।
ড্যাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজে
বাংলা সাজে নতুন সাজে
হাটের ঘুম মাঠের ঘুম কোথায় পালালো।
গ্রাম শহরে এবার সবাই ঘুরে দাঁড়ালো।

হাড় হয়েছে ভাজা ভাজা মাস হয়েছে দড়ি
সামনে বড়ো ব্যারিকেডে নোতুন পথ গড়ি।
উল্টো মটাশ পাল্টা পটাশ তাক ধিনাধিন তা
উড়ুৎ ফুড়ুৎ লম্বা সুড়ুৎ ইয়াহিয়া খাঁ।

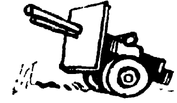


উড়ুৎ ফুড়ুৎ চামচিকে
পাহারা দেয় চৌদিকে
তার মধ্যে টিক্কা খাঁ পেয়ে গেলেন অক্কা
ট্যাঙ্ক বন্দুক মেশিন গান সবই ক্রমে ফক্কা।
জয় বাংলা জয় বাংলা—আকাশ কেঁপেছে
উজান স্রোতে এপার ওপার দুকুল ভেসেছে।
এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যে ভালবাসা
চোখে আগুন সামনে কদম বুকে বারুদ ঠাসা
আর দূরে নয় আর দূরে নয় ভীষণ কাছাকাছি
তোমার পাশে ব্যারিকেডে আমিও ঠিক আছি

বাংলাদেশের কড়চা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

এপারে পাক ওপারে পাক মধ্যিখানে চর
তার উপরে ব্যবসা করেন ভুট্টো সদাগর।
একা ভুট্টো নড়েন চড়েন খানখানানের দল
চড়া দামে ফেরি করেন বুড়িগঙ্গার জল।
ধান বেচেন পাট বেচেন—কত বেচাকেনা
পিণ্ডিতে হয় সোনার মণ্ডী, ঢাকায় বাড়ে দেনা।
ইয়াইয়ার ভেল্কিবাজি, আয়ুবশাহীর ছা—
কবরতলায় জিন সাহেবের মুখে নেইকো রা ঃ
আমরা সবাই ভাইবেরাদার—ইসলামী খানদানী
উর্দু হবেন রাষ্ট্রভাষা খোদার মেহেরবাণী !
তা না একি কাণ্ড দ্যাখো বাঙ্গালী দুষমনী
কাফেরদের নোংরা ভাষা করলো সে আমদানী !
তোবা তোবা ! এ গুণাহু কি আল্লা সইতে পারেন ?
পিণ্ডি থেকে ওঝা এসে বাঙালীর ভূত ঝাড়েন—
জড়িবুটি ফন্দি ফিকির ঝাড়ফুঁকের নেই শেষ
এমনি করেই তেইশ বছর কাটছিল তো বেশ।
রাজার জাতের সেবা করে বর্তে যাবে কোথায় !
তা না বেকুফ্ চাবুক খেয়ে গর্জে এবং গোঙায় !
আর ঐ নফর মুজিবরের দ্যাখো কী গোস্তাকি
ভাগ বসাতে চাইছে ব্যাটা—আমার সুরা সাকি।
নাদিরশাহের ছা আমি শরিয়তের চেলা
দাঁড়া তবে দেখাচ্ছি রে ভানুমতীর খেলা।
ভানুমতীর খেলা নয়রে—বুঝি মরণকামড়
বাঘের বাচ্চা ধরতে এসে জঙ্গীশাহীর কবর।
জঙ্গীশাহীর কবর নয়তো মানবতার জয়
কোটী কামান বন্দুকেও কিচ্ছু হবার নয়।
ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সন্দার
একা যাদু যুদ্ধ করে, শত্রু মরেন হাজার।
যেমন তেমন শত্রু নয়তো কামান বন্দুক মেলা
তার উপরে তারা সবাই নাদিরশাহের চেলা।
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সীতারামের খেলা
ভানুমতীর খেল দেখাতে নিজেই হলেন খেলা।
এ তো বড় রঙ্গ যাদু এ তো বড় রঙ্গ
নাদির ছা কে সরষে ফুল দেখিয়ে দিল বঙ্গ ॥



উনি

সুনীল বসু

ইয়া হিয়া খান
ইয়া ইয়া খান
খাওয়ার শেষে
করেন কিছু পান
পানের শেষে
রক্তে করেন স্নান
ইয়াহিয়া খান
ডিগবাজি খান।



বাংলাদেশের জন্যে আন্তর্জাতিক কোরাস

সামসুল হক

তোর জন্যি কাঁদবো ক্যানে ?
তুই বটে কে আমার ?
কিসের পীরিত ? কোন দরদের
ইষ্টিকুটুম তোরা ?
ঘুম ধরে না আমার
ছুঁইতে তোদের মড়া !



তোর জন্যি কাঁদবে ক্যানে ?
মুই কি তোদের জাত ?
তুই মনিষ্যি, মুই তো রেতের
শেয়াল,
ঘুম ধরে না ছুঁইতে তোদের হাত !

তোর জন্যি কাঁদবো ক্যানে ?
কোন দরদের ইষ্টিকুটুম তোরা ?
নাদির শাহের পেরেত তোদের
ভাঙুক দাঁতের গোড়া !

তিনটি ছড়া

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু
এ তো বড়ো রঙ্গ
মধ্যিখানে কিসের দেয়াল
দুইপাশে দুই বঙ্গ ?

২

দিনের গাড়ী দিনের বেলায়
রাতের গাড়ী রাতে
লড়াই যদি শেষ করো তো
থাকবে দুধে ভাতে।

৩

তোমরা নড়ুই করে অ্যালে
আমরা শ্লোগান লিখি দ্যালে
আমাদের দুঃখে দেখ
কাঁদছে কুকুর শ্যালে।



কীর্তিনাশা

সমীর রক্ষিত

কীর্তিনাশা সর্বনাশা পদ্মানদীর চর
তার ওপরে ছিল রাজার
আকাশ উঁচুঘর।
ঘোর বরষা বাংলাদেশে হঠাৎ এল বন্যা
মুক্তি পাগল মাতাপিতা
পুত্র এবং কন্যা—
পাড় ভাঙছে বোঁড় ভাঙছে
ভাঙছে উঁচুঘর
হাজার বুকে কীর্তিনাশা পদ্মা ভয়ঙ্কর।





বাংলাদেশ ডাকে
গৌরাঙ্গ ভৌমিক

পদ্মা জাগো, মেঘনা জাগো,
জাগো চাষী ভাই।
লাল কমলের, নীল কমলের
জাগোরে সব ভাই।

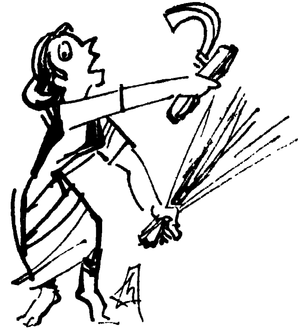
কে ডাকেরে, কে ডাকেরে,
কে ডাকে রে, দূরে।
পুণ্যিপুকুর উথাল পাথাল
আগুনে ঘর পোড়ে।

বুড়িগঙ্গার মাঝি জাগো,
শীতলক্ষার মাঝি।
দুষমণেরা হানা দিল
রাতের মাঝামাঝি।

কে ডাকে রে, কে ডাকে রে,
কে ডাকে রে, কাছে ?
বাংলাদেশের হৃদয় ডাকে
আকাশ হয়ে গাছে।

জাগো পাহাড়, জাগো শহর,
কে আছ কোণ ঠাঁই ?
ঘুমের মানুষ জাগো রে সব
কামারকুমোর ভাই।

কে ডাকে রে, কে ডাকে রে,
কে ডাকে রে, শোন্।
বাংলাদেশের আকাশ ডাকে,
ডাকে চাঁপা বোন।



দে খোঁদিয়ে দে
কানাইলাল চক্রবর্তী

ঘুমিয়ে ছিলাম মায়ের কোলে
বোমা ফেললো কে
আবার বুঝি বাঙলা দেশে
বর্গী এসেছে।

ওঠ্রে ছেলে ওঠ্রে মেয়ে
ঐ তো ওরা আসছে ধেয়ে
ধন-দৌলত লুটে নেবে
লোভ লেগেছে।

ঝাঁটা বঁটি সুরকি সাবল
চলো দেখি আবোল তাবোল
ওরা পশু ওরা পাগল
দে খোঁদিয়ে দে।

দেবো না এক কণাও ধান
করবো ওদের মেরে খান্ খান
শেষে করে লাশ ভাসিয়ে দেবো
মেঘনা নদীতে।

বুলবুলিরা শোনো
ভয় ক'রো না কোনো
পেট ভরে ধান খেতে দেবো
আর ক'টা দিন গোনো।

বাংলাদেশ বিষয়ক পদ্যচর্চা

শিবশম্ভু পাল

এখন যখন এপার ওপার
গঙ্গা বুড়িগঙ্গা
ফুঁসছে রাগে চোখের জলে
ঝাপসা যখন বনগাঁ
'কলমখানা বন্ধ করো,
লিখবেনাকো এক অক্ষরও'
কানের কাছে বলে উঠলো
তখন কে আচমকা।
কে বলেছে ? পঞ্চাশ লাখ
শরণার্থীর সংখ্যা।

'অক্ষরে কি বারুদ আছে
শত্রু-প্রতিরোধ্য
কিম্বা কোন দলিল পাট্টা,
ভিটেমাটির স্বত্ব
ফিরিয়ে দেবে ?' প্রশ্ন করে।
আমি শুধুই এর উত্তরে
তাকিয়ে দেখি শুকনো অসাড়
বর্ণমালায় বন্ধ
বাংলাদেশের ওপর লেখা
ফরমায়েশি পদ্য !





কুম্ভীরাশ্রু

পলাশ মিত্র

মুখেই শুধু মা আমাদের
সত্যি কি আর
আমরা ভালোবাসি ?
তোকে নিয়েই ব্যবসা করি
তোরই নামে
ঠোঁটের ফাঁকে হাসি !

হায়রে বাংলা !
কী দশা তোর
সন্ধ্যে বাতি কে আর দেবে বল !
দু একটি তোর পঙ্গু ছেলে
ঝাপ্সা দ্যাখে
চোখের কোণে জল।

বাংলাদেশের ছড়া

কবিরুল ইসলাম

বাংলাদেশের মাথার উপর লাল সূর্য ওই,
মাগো তোমার ছেলের রক্তে বুক ভাসে থই থই !
আমার রক্তে তোমার রক্তে নদী
এপার-ওপার বাংলা নিরবধি
মাগো তোমার বাগানে আর রক্তগোলাপ কই—
বাংলাদেশের মাথার উপর লাল সূর্য ওই ।



কোথায় তোমার সোনার ছেলে, কোথায় মুজিব ভাই ?
তুমি-আমি মুজিব সবাই—তুলনা তার নাই ।
কে লড়েছে এমন লড়াই
বুকের মধ্যে ভাষার বড়াই
কে আর করেছে কেয়ার থোড়াই সামনে চড়াই না উতরাই—
তোমার আমার বুকের ভিতর আছেন মুজিব ভাই ।

বাংলাদেশের মাথার উপর রক্ত রবি ওই,
মাগো তোমার মুক্তিপাগল ছেলের দলে কই :
রোগের মতো বেবাক শত্রুসেনা
একেবারে খতম করে দে না
আমরা তোদের শিখানে ভাই তাইতে জেগে রই,
বাংলাদেশের পূব আকাশে সূর্য ওঠে ওই ॥

লাল চিঠি

জয়ন্তী সেন

(১)

লাল বিবিটির তুর্কি নাচন
ধিনতা ধিনা বোল
বাজলো শানাই, ঘন্টা রবাব
বাজলো কাঁসি ঢোল।
মাথার খুলির ঘুঙুর পায়ে
কেমন মজাদার
এসব দেখেও হাততালি নেই
বিবির মেজাজ ভার।
গোঁসার চোটে চাঁদবদনীর
চক্ষে ঝরে পানি
ওড়না খুলে ভির্মি যে খায়
দৃষ্টিতে তার ছানি।

(২)

পদ্মাপারে বান ছোটালে
ফরাক্কাতে ধাক্কা
শিবঠাকুরের রাজনীতি চাল
চালেন প্রভু পাক্কা।
রক্তচক্ষু শাসন মানেই
ডাইনে বাঁয়ে গুলি
সাবাশ, সাবাশ ঢাক পেটালো
ভিন গেরামের ঢুলি।

মানুষ পালায় শেয়াল কুকুর
শকুন সাজে প্রজা
গোরস্থানের বাদশা ভাবেন .
শেষটা ভারি মজা।



নিজের নাকের সর্বনাশেই
পরের যাত্রা ভঙ্গ
বোঝেন প্রভু একটু লেটে
তখন জমে রঙ্গ।

(৩)

মুজিবর রহমান
নদী চির বহমান
পাহাড় প্রমাণ বাধা আর
পারবে না স্থিতি দিতে
চলমান পৃথিবীতে
গতিশীল সেই প্রাণ দুর্বার!

সোনার বাংলা রুপোর বাংলা

নির্মলেন্দু গৌতম

সোনার বাংলা, রুপোর বাংলা,
হৃদয় দিয়ে গড়া,
তার জন্যে ভালোবাসা
শব্দে প্রকাশ করা—
যায় না বলেই বুকের মধ্যে
চোখ ফিরিয়ে আছি !
ঃ কেউ না জানুক আমি অথৈ
সুখের কাছাকাছি ॥





আও হিঁয়া আও হিঁয়া

সরল গুহ

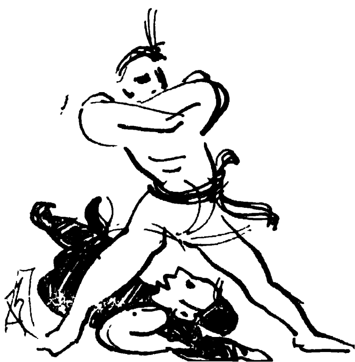
আও হিঁয়া আও হিঁয়া
হেঁকে বলে ইয়াহিয়া।
মোর সেনা করে লুট
ইয়ে বাৎ সারি ঝুট্।
জারি জুরি মিট্ঠার
বেসাতি যে মিথ্যার
বিলাইতি আখ্‌বরে
দিলে শেষে ফাঁক করে !
এতো বড়ো বেইমানি
দুনিয়াতে নেই জানি।
জানে নাকো ওর কি
আছে মোর খোরাকি
মার্কিনী গোলাতে
আর চিনী ঝোলাতে ?

নিভন্ত এই চুল্লিতে মা

শঙ্খ ঘোষ

নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে,
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে!
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী—
দু' এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি।...
যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর ঘরে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।...





ঘুম তাড়ানি ছড়া

শান্তিকুমার ঘোষ

ছেলে ঘুমিয়ে, পাড়ায় আগুন,—
বর্গী এল দেশে।
এক নিমিষে ঘাতক হ'ল
ছিল যে রায়বেশে।
দেবী এখন ঘুরিয়ে তাঁর
ধরেন খঞ্জর ঃ
বজ্র হ'য়ে উঠছে জেগে
একেকটি পঞ্জর
মা আমার জটাধারী
শোক ভুলেছেন ;
বাপ আমার জলযোদ্ধা
নৌকা ভাসালেন॥

'নিভন্ত এই চুল্লিতে মা' কোনো পুরো কবিতা নয়,
'যমুনাবতী' কবিতার কয়েকটি অংশ মাত্র।

দাদারা ও বাংলাদেশ

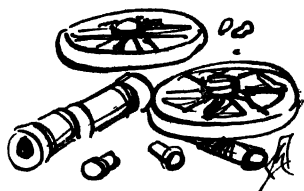
জ্যোর্তিময় ভট্টাচার্য

বড়দা মেজদা ও সেজদা
কী গভীর ঘুমে তাঁরা মগ্ন,
বিশ্ব-বিবেক ভয়ে স্তব্ধ
কাঁচা ঘুম পাছে হয় ভগ্ন ॥

চুপ্ চুপ্ কথা কেউ ক'য়োনা,
চোখ মুখ নাক কান বন্ধ।
আর্তনাদের স্বর ভারী হোক—
চারপাশে থাক পূতি গন্ধ ॥

প্রসারিত সমাধির ক্ষেত্রে,
অস্ত্রের বিক্রম সজ্জা—
শয়তান গর্জায় দম্ভে
বন্য পশুরা পায় লজ্জা ॥

বিকৃত পৃথিবীর আত্মা
বাংলার পোড়া অদৃষ্ট—
দাদাদের এখানেও দেখব—
ফোঁটা কাটা ভেক ধারী খৃষ্ট ॥



ছড়া

ঊষা ভট্টাচার্য

১
সোনার বাংলা সোনা দেশ,
রক্তমাখা এই কি বেশ ?
সহরে সহরে রক্তস্নান
হৃদয় দেউল নয়ত ম্লান ॥

২
ইয়াহিয়ার তাণ্ডবে
দেশ ছাড়ে নাই পাণ্ডবে,
সপ্তকোটি গৃহহারা
হস্ত দুটি উচ্চ খাঁড়া।

৩
সোনার দুলালী যুদ্ধ করে,
স্বাধীনতা পণ বুকের পরে,
জহরব্রত আকাশ তলে,
ভয় নাইতো! আশা জ্বলে ॥

৪
অগ্নিবাণ নাই ব'লে
হীন নয়তো মনোবলে ?
পথের প'রে কবর গড়ে,
শত মায়ের আশীষ ঝরে।

৫
রাম রহমান ভাব ভাই—
মুজিব হলেন সবার ভাই,—
জান কবুলে ডর নাই—
এমন ছেলে কোথায় পাই ॥

এই দেশেতেই জন্ম···

শিপ্রা ঘোষ

সঙ্ সাজিয়ে ম্যাজিক কতো দেখাবি আর
বাঙলা মা তোর আমরা যে সব খোকাখুকি ;
ঝগড়াঝাঁটি খুনোখুনি যাই করি না,
জন্মেছি তোর কোলে বলে বেজায় সুখী।

তোরই জন্যে তোর বুকেতে দিচ্ছে জীবন
হাজার মানুষ ঃ শরীর যেন খেলার বাঁশি ;
তোকেই ভালোবেসেই তারা প্রাণের হাটে,
চড়া দামে বেচছে হৃদয় সোহাগ-রাশি।



আর কিছু তো পড়ে না মা মনে এখন
স্পষ্ট সুধু তোমার ও মুখ ঃ কলম ছাড়া,
অস্ত্রবিদ্যা জানা নেই তো ঃ চোখের জলে
বুক ভেসে যায় ঃ হায় ! তোমাদের এমনি ধারা।

জ্বলছে মা তোর শাড়ির আঁচল সোনার ফসল
জ্বলছে নগর শহর শিবির বন্দর গ্রাম ;
ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা এই দেশে মা
রক্তে ফোটায় কৃষ্ণচূড়া—বাঙলার নাম।



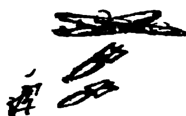
নকল চৌকিদার

অসীম সেনগুপ্ত

বোকার স্বর্গে নকল রাজার নকল রাজ্যপাটে,
নকল জয়ের নকল খবর উঠছে মাঠে ঘাটে।
প্রভুর চেয়ে প্রভুর ছায়া, ক্রমেই হচ্ছে বড়
দেখছে সবাই জঙ্গী প্রভু রঙ্গে কেমন দড়।

হাওয়ায় যতই শব্দ হচ্ছে বারুদ পুড়ছে যত,
লুব্ধ হাতটা শয়তানের এগিয়ে যাচ্ছে তত।
দেশ বিদেশের মহারাজরা দেখছে সুরা হাতে
রোগা লোকটা কেমন লড়ছে খ্যাপা ষাঁড়ের সাথে।

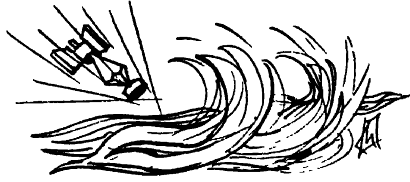
দ্যাখোরে দ্যাখো, শকুনদল, কিন্তু হুঁশিয়ার
গণতন্ত্র ইত্যাদির নকল চৌকিদার !
রঙগুলো সব ধুয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ছে মুখ।
একা লড়ছে বাংলা দেশ, ভরে উঠছে বুক।



চাবিকাঠি

শঙ্কর দে

আয়রে আয় সোনার মাটি
টাকাই মাটী টাকাই মাটী।
হায়রে হায় কাটাকাটি,
বাংলাদেশের চাবি-কাঠি



কাকুনের কাণ্ডজ্ঞান

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট কাকুন টেট্টো টাকুন
বড়ো মানুষের ঝি !
বাংলা দেশে মারছে মানুষ
খবর রাখো কি ?
এ্যাঙ মারে চ্যাঙ মারে
মারে খানের ছা ।
মানুষ মলে রইলো বা কি
বলতে পারো তা ?

ছোট্ট কাকুন টোট্টো টাকুন
বড়ো মানুষের ঝি ।
মানুষ মেরে নাচছে মানুষ
খবর রাখো কি ?
রাম মরে রহিম মরে
মরে গাঙের জল ।
চিরকালের মানুষ তোমার
কাঁদনই সম্বল ।

আম ঝরে জাম ঝরে
মানুষ ঝরে লাখ ।
দান দিলাম খয়রাত দিলাম
গলাচ্ছি না নাক ।
মাটি নয়. মানুষ নয়,
বড়ো তবে কি ?
রাজার সঙ্গে রাজার-
লড়াই—বুঝেছি ।

ঠিক বলছো ঠিক বলছো
বড়ো মানুষের ঝি !
প্রাণের চেয়ে অধিক দামি
বলোতো আর কি ?
বলতে পারি বলতে পারি
মুখে পাতলে কান
প্রাণের চেয়ে অধিক দামি
পাত্‌শাহী সম্মান ।

তেইশ বছরের আমলা

গণেশ বসু

তেইশটি বছর হামলে ছিল
বুকের উপর আমলা,
তুললে মাথা লাগিয়ে দিত
সাম্প্রদায়িক ঝাম্‌লা,
পশ্চিমা সব আমলা।

পশ্চিমা ওই আমলা
বগী নয়া দারুণ দাপট
খোলশ-আঁটা কুমীর-কামোট
করত শাসন বাঙলা ;

সাম্প্রদায়িক ঝাম্‌লা
ছোঃ মন্তর আমলা।

পশ্চিমা সব আমলা
হচ্ছে হালাল দালাল ঝড়ে
ঘুঘু চরার স্বপ্ন মরে
বাইরে আসার হাঁক ;
বাঙলা এপার বাঙলা ওপার
মধ্যে অশ্রুনদীর জোয়ার
ইতিহাসের বাঁক।



বিদ্রোহেরই রুদ্র গানে
দুর্গ এখন দীর্ণ প্রাণে
লক্ষ মাণিক বাঙলা,
উঠল ক্ষেপে আমলা।

তেইশটি বছর হামলে ছিল
ফৌজী নয়া আমলা।

এখন চোখে কামলা ওদের
ভেস্তে যে যায় মামলা,
সামাল দিতে পারছে না আর

তেইশটি বছর হামলে ছিল
পশ্চিমা সব আমলা,
এখন চোখে কামলা ওদের
ভেস্তে যে যায় মামলা,
হলো স্বাধীন বাঙলা।

স্বাধীন স্বাদে বাঙলা
পাগলা ঘোড়া কেশর ছেঁড়ে
আঁধার-প্রিয় আমলা।

বাংলা দেশের রক্ত বীজেরা

অমিয়কুমার হাটি

মুক্তি যুদ্ধ কীসের জন্যে ?
ছিঁড়তে শেকল,—ভাঙতে দেওয়াল ।

সাম্রাজ্যবাদ, নোংরা শেয়াল
দালালরা তার, লোভী শকুন
সামন্তরা, সমাজদেহে ধরালো ঘুণ,—
রক্তচক্ষু দুঃশাসন,
রক্ত চেখে ঘুরছে হন্যে ।
মুক্তি যুদ্ধ তাদের মারতে,
শ্রমিক কৃষক সর্বহারা
বাঁচতে চাইছে বাঁচার জন্যে ।



আলপনা দেয় আগুনধারা,
গ্রাম থেকে যায় শহর পানে ।
বাংলাদেশের রক্তবীজেরা
গোড়া-কাটতেই আঘাত হানে ।

যে যাই বলুক

সুচেতা মিত্র



লক্ষ-মনে অশান্তি আর
লক্ষ-মনে ক্ষোভ,
মাগো, আমার তবুও তোর
ওই কোলেতেই লোভ ।
যে যাই বলুক আঁকড়ে রাখি
তোরই মুখের ভাষা,
রোগ-ব্যারামের পথেই আমার
সবই স্বপ্ন আশা ।

বাংলা দেশে খান ঢুকেছে

শিশির ভট্টাচার্য

যাদু ঘুমোরে ঘুমো।
বাঙলা দেশে খান ঢুকেছে
দারুণ হুমো ॥
খানের পোরা এতোল বেতোল।
দেখতে সোনা ধরলে পেতোল ॥
হুকুম দিলে করতে কোতল।
তামাম বাংলাদেশ ॥
বাংলা দেশে বীরমুজিবের
অক্ষৌহিণী সেনা।
একটি নদী রক্ত দিল
রোসেনা-খুল্লনা ॥
বিষম ব্যাপার দেখে পালান খানের
মোড়ল খোন্দকার ॥
চক্ষে দেখেন রাশি রাশি সরষে ফুল
আর অন্ধকার ॥





পালা

রুদ্রেন্দু সরকার

এক

আচ্ছা কাচ্চা পিণ্ডির বাচ্চা
ভক্তি গদগদ খাঁটি সাচ্চা
লুটবেই তারা রাজ্যখান
আব্বা তাদের ইয়াহাখান
খান সাহেবের চেলা তারা
তারা খাঁটি মুসলমান
দেখতে পেলেই মুক্তিসেনা
পেছন ফিরে দেয় পিঠটান।

দুই

ভুট্টো সাহেব শোনো
এই জমানায় কোনো
তোমার মতন বোকা
দুধছাড়া এক খোকা
খেলছো পুতুল খেলা
রক্ত চোষার চেলা
সময় থাকতে শালা
বলছি আজই পালা !



বর্গী সারা দেশে

অমিত বসু

বড় বড় বাঁদরের
বড় বড় পেট
হুলোর হেঁসেলে পেত
নিয়মিত ভেট,
হুলোকে চটাতে আজ
তাই মাথা হেঁট।

২

টাক ডুমা ডুম ডুম
শহরে কিসের ধুম ?
আজ কি তবে শাদি কারো,
বরযাত্রী বাকি আরো,
হঠাৎ কাদের আর্তনাদে
ভাঙলো কাঁচা ঘুম ?
বাজী নয়রে বাজী নয়রে
পুড়ছে শহর গ্রাম—
ছাইগাদাতে হারিয়ে যাচ্ছে
অনেক সাধের নাম ;
কাল যারা সব এসেছিলো
ভগ্নীপতির বেশে
আজকে রাতে তারাই হলো
বর্গী সারাদেশে।

কোন্‌ দেশেতে

কুমকুম দে

কোন্‌ দেশেতে মায়ের সামনে
ছেলের বুকে গুলি
কোন্‌ দেশেতে নদীর মত
রক্ত ভেজায় ধুলি।

কোন্‌ দেশেতে জীবন মানে
যুদ্ধ অনিবার্য
কোন দেশেতে দেশের জন্য
মরণ শিরোধার্য।

কোথায় এমন বিভীষিকা
দস্যুদলের হামলায়
কোথায় আবার—বাঙলাদেশে
আমায় সোনার বাঙলায়।



আর কটা দিন সবুর কর

সমীর দাশগুপ্ত

কাজীগঞ্জে পাজীদের
ধান ফুরোলো পান ফুরোলো
খাজনা দেব কী ?

বুলবুলিটা ধান খাইতো
ভয়ে কোথায় উইড়ে গেল
খাঁ খাঁ দুপুর বেলা

খোকা যাইতো কদমতলা
তারেও ডাকলে রা দেয় না
ভাত খাওনের বেলা ।

কীর্তিনাশা ইছামতী
ইচ্ছা আমার ইচ্ছা তোমার
সব ভাসাবে কি ?

আর কটা দিন
সবুর কর
মুড়ি ভাইজ্যা দি ॥



স্বাধিকার

দেবী রায়

দিকে দিকে চীৎকার—
স্বাধিকার ! স্বাধিকার !
জয় কার—জয় মানবাত্মার !!
ইয়াহিয়ার পরাজয়—
পরাজয় দম্ভের,
স্বাধীনতার কাছে আজ
পরাজয় মিথ্যের !
হেরে যায় বারবার
তবু করে চীৎকার—
জিৎ কার ? জিৎ কার ?

চলো হে অস্ত্র কাড়ি

তুষার রায়

চলো, আর লেখা নয়
চলো যাই আগবেড়ে
ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে, চলো হে অস্ত্র কেড়ে
সংত্রাস করি শহরে ও গ্রামে।
সালাম জানিয়ে মুজিবের নামে।
লাশের পাশেতে চলো লাশ হয়ে শুই।
শহীদের খুনে যুদ্ধের শেষে উর্বরা
ধানভুঁই।

অথচ এখানে চাঁদ বদনেরা
সদনটি ভাড়া নিয়ে।
লাচ গান করে কবতে পড়েন
ঘাড়ে পাউডার দিয়ে।

কুম্ভীরাশ্রু ঝরে বেতারেতে
ওদিকে রক্ত ঝরে ধান ক্ষেতে,
চলো ওইখানে গিয়ে লাশ হয়ে শুই
শহীদের খুনে যুদ্ধের শেষে
উর্বরা ধান ভুঁই।

কবিতার খেলা অনেক হয়েছে
দামী কলমের নিবটি ক্ষয়েছে
অনেক হয়েছে ওই মেকী ভালোবাসা
এবার একটু মুজাহিদ হও।
চাষার পাশেতে চাষা।





দুষ্টগ্রহ

মৃণাল বসু চৌধুরী

ইয়াহিয়ার দাসানুদাস
জনাব আলি ভুট্টো—
টিক্কা খানের কাঁধে চড়ে
বাঙালীদের খতম করে
ভেবেছিলেন প্রভুকে তার
করবেন সন্তুষ্ট।
হঠাৎ দ্যাখেন সাত কোটি প্রাণ—
মুক্তিযুদ্ধে, চায় সমাধান
মারতে গিয়ে মরল কখন
খান বাহাদুর টিক্কা ;
ভয়ের চোটে বিষম খেয়ে
ভুট্টো তোলেন হিক্কা।

স্বাধীনতার জন্যে এখন
বাঙালীদের সমস্ত পণ
'যুদ্ধে হেরে প্রভু আমার
রবেন কি আর তুষ্ট !'
কপাল চাপড়ে ভুট্টো বলেন...
'গ্রহই ছিল দুষ্ট।'



মনসাময়ী মা

সত্য গুহ

সবাই বললো ইলিশমাছ
এবার হবে ফ্রি
আমার চোখে ও বাংলার
রূপ ও মুখশ্রী

চুলবরণ অন্ধকার
দানো-নিপাতের খুন
সীঁথায় ধ্রুবতারায় আর
পাখি ভরা দুই তূণ

বালামধানের দুধ টস্‌টস্‌
মনসাময়ী মা
রূপসা-পদ্মা কর্‌না পরশ
মনপবনের না

প্রসব ব্যথা অঙ্গেঅঙ্গে
আগুন জন্মায়
দু'নয়নে স্নেহের হাসি
আন্‌কোঁড়া কান্নায়

কী ছায়া কী মায়াই না
পলি মাটির রেশ
ছাড়নপত্র ভিসা মানে না
ভাষায় বাংলাদেশ ॥



মুখের ভাষা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

বুকের পাটা ফুলিয়ে বলে পাঠান,
মুখের ভাষা যমের বাড়ী পাঠান।
তখত্‌ পরে বাদশা করে রাখি,
বাঙাল বলে পাঁজরা-গোণা বুকে,
মুখের ভাষাটুকুন থাকুক্‌ মুখে
ধানটা কাড়ুন্‌ জান্‌টা কাড়ুন্‌
কাড়ুন্‌ যা বাদ বাকি ॥

বলুন দেখি ব্যাপারটা কী !

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[এক]

এই শহরেই তুমি আছ আমিও আছি
শহর বড় জালিম—
অথচ দ্যাখো আমরা আছি,
হৃদয়টাকেও দুভাগ করে মনের কাছাকাছি ।

[দুই]

বাংলাদেশটা আপনি নেবেন পণ করেছেন, আপনি নাকি কঠিন হিয়া ।
সত্যিই মানুষ মেরে দিলদরিয়া আপনি নাকি ইয়াহিয়া !



বলুন দেখি ব্যাপারটা কী আপনি নাকি পাঠান !
মেল-ট্রেনে বোঝাই করে কেন যে বেকার সৈন্য পাঠান ;
পিংপঙের মদত নেওয়া এখনো কাটান, এখনো কাটান—
বলছি ভাই সাফ্‌সুত্‌রো একেবারে খাঁটি
নিজের চালে নিজেই পেলেন শুধাই পোড়া মাটি ।
এম্নি করেই জাহান্নামে নিজে গেলেন সঙ্গী নিলেন কাকে
ভুট্টো সাহেব ছিলেন যাও আর পেলেন না তাকে ॥

কি বিচিত্র দ্যাশ

অরুণাভ দাশগুপ্ত

ওপার জ্বুইড়্যা মারণাস্ত্র
এপারেতে মারি
চোখের জল শুকাইতে ভাসে
মরা মানুষের সারি।
শত্তুরের মুখে ছাই দিয়া
পড়লাম যে কি ভোগে
এপারে ওঁৎ পাইত্যা আছেন
সর্বনাশা রোগে।
নানান রংএর মাইর তোমার
কি বিচিত্র দ্যাশ
ইজ্জত বাঁচাইতে আইস্যা
হইলাম রে ভাই শ্যাষ !





একটি ছড়া

সুকোমল রায়চৌধুরী

শনশন ঝনঝন
অস্ত্রের ঝনঝন
ইয়াহিয়া ব'সে পড়ে
মাথা ঘোরে বনবন

রাইফেলে ঠিক তাক
দুষমন হাঁকপাঁক
খানসেনা ছোটে সব
ত্রাহি ত্রাহি ওঠে রব

পারো যদি মেরে দাও
লালে লাল ক'রে দাও।

জননী

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ছেড়ে আসা মনে পড়েছে কতো বছর কতো বছর !
আমি তোমার নষ্ট ছেলে ?
চাই না শহর তেইশ বছর পিছল শহর মত্ত শহর—
আর কি থাকি তোমায় ফেলে !
প'ড়ে রইল দাবার ঘুঁটি নেশার পাশা,
ভালোবাসা মনে পড়েছে, সশস্ত্র আজ ভালোবাসা।



সদ্য শিখি পদ্য আমি তোমার কাছেই,

শিবাজী গুপ্ত

বাংলাদেশ বাংলাদেশ বুকের মধ্যে গান।
আগুন ঘিরে পুড়ছে দেখি যতেক অভিমান॥

তোমার ঘরে ফসল জ্বলে উঠোন জুড়ে রাত।
চোখের জলে তোমার দিকে বাড়িয়ে থাকি হাত।

তোমার গাছে আমার আছে বাগানভরা ফুল।
এখন তবে সময় হলো ভাঙলো যত ভুল॥

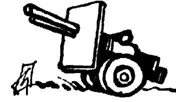
আকাশ জুড়ে জোছনা ফোটে উড়াল দিলে পাখি।
কোথায় যেন মাদল বাজে পরিয়ে আসি রাখী॥

খানরা সব কাবার

অশোকরঞ্জন রায়

শুনছো ভায়া ইয়াহিয়া
খবরটা খুব জবর,
বাংলা দেশ খেপেই শেষ,
তোমার নাকি কবর।
প্যাটন হ'বে মটন এবার,
স্যাবার জেট সাবাড়,
লাখ মুজিবের মারের চোটে
খানরা সব কাবার ॥





বৃষ্টি এলো বাংলাদেশে

প্রদীপ রায় চৌধুরী

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
পিণ্ডি উঠুক কেঁপে
ফুলে উঠুক পদ্মানদী
পাক সেনারা আসবে যদি
আসমানে ঐ কড়্ কড়াৎ
টিক্কা খানের কুপোকাৎ ॥

ভটর ভটর ভুট্টো সাহেব
ভেল্কি দেখে হলেন গায়েব
বকর বকর কোথায় বাত
ছটর ফটর সারা রাত
জনাব আলী বাঁচাও জান
চাচা বাঁচায় আপন প্রাণ ॥

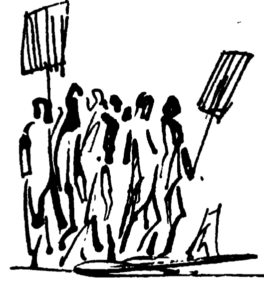
ওপার বাংলায় গুরুম্ গুরুম্
এপার বাংলায় ভাঙ্গলো ঘুম
মুক্তিসেনার জোর লড়াই
ইয়াহিয়ার ভাঙ্গছে বড়াই
লক্ষ মুজিব হুঁসিয়ার
কব্জায় এলো মুক্তি-দ্বার ॥

সাপ-বাঘ-মানুষের ছড়া

হরপ্রসাদ মিত্র

ভাত দিয়েছি, পাট দিয়েছি,
চা দিয়েছি,—তবু
সমান সমান বখরো তো নয়,—
ওঁরাই হবেন প্রভু !
খাজনা নিলেন কষে,
দেশবিদেশের বারুদ ঠেসে
আগুন দিলেন দেশে।
বাংলা আমার ভাষা, ওরে, বাংলা
আমার আশা,
বাংলাদেশের বুকে আঘাত হানলে
সর্বনাশা—
তখন কি আর সয় ?
পদ্মা তখন গঙ্গাতে বয়,
গঙ্গা কি চুপ রয় ?

ক্ষেত-খামারে পাঠশালাতে মন্দিরে
মসজিদে
দুই বাংলার দেবতা জাগেন তার
প্রতিফল দিতে।
সাপের সঙ্গে বাঘের সঙ্গে
আমরা করি ঘর,
বুক চিরে তো দেখিয়ে দিলুম
নেই মোটে ভয়ডর।
সব বাঙালীর নির্ভর এক মানুষ
মুজিবর।



ছড়া

রমেন দাস

এপার বাংলা ওপার বাংলা
মধ্যিখানে চর,
তার মধ্যে হঠাৎ জাগেন
শেখ মুজিবর।
মুজিবরের মুন্সীয়ানায়
পিণ্ডি ওঠে কেঁপে
মুন্সীরা কয় নতুন কথা,
নতুন চালে, মেপে।
বুক দুরুদুরু ইয়াহিয়ার
যায় ইজ্জৎ মান.
পদ্মা গঙ্গা ধলেশ্বরী
গায় বাংলার গান।

পূর্ণ করো প্রিয়তমা
সুনীলকুমার নন্দী

তোমার আমার মধ্যে কেমন ফেললো ছায়া
ফেললো ছায়া ডাইনীবুড়ি,
ডাইনীবুড়ির কারসাজি…
হয়ে
মুখ ঘুরিয়ে
বদলে বসন
কী বলে…কী…
আমার চোখে ভালোলাগা নিভিয়ে যেন
হয়তো তুমি বরণ করো…
থাক সে কথা—
গাছ-গাছালির গন্ধ-মাখা খাল-নদী-বিল
দূরে রেখে

দূরে রেখে দখিণ হাওয়া
দূরে রেখে টইটম্বুর শাপলাদিঘী
গ্রাম-সীমানা
অভিমানে সরতে-সরতে
চিকন-কাজল চোখের আড়ে
ভিন্ন ঢেউয়ে ভাসতে থাকা।

ঝড়ো মাথায় এমন ক'রে ফিরতে হবে
কে জানতো…
কে
তোমার গায়ে জড়িয়ে দিলো রক্তচেলী,
চিকন-কাজল চোখ যেন আজ
হিজল-হিজল
আগুন রাঙা—
আগুন-রাঙা তোমার চোখের
তৃষ্ণা ঢেলে
ডাইনীবুড়ির জারিজুরি ছিঁড়তে
আমায় সাহস দিও,
তোমার বাহুর সুঠাম কোণে
দীপ্ত করো
আমায় তুমি দীপ্ত করো, পূর্ণ করো
প্রিয়তমা।

এই পারে ঐপারে
কার্তিক ঘোষ

এই পারে সেই একলা আমি
ঐপারে সেই গাঁ-টি…
সেইখানে তোর তেমনি পাতা
স্নেহের শীতলপাটি!

এই পারে সেই একলা আমি
ঐপারে তুই ঘরে…
কেমন আছিস্ নাজিমা বোন
মন যে কেমন করে॥



স্বাধীনতা
বেণী মজুমদার

'বাংলাদেশে'র সবার মনে
একটি মাত্র চিন্তাই,
মুক্তি দিতে হবে এবার
বাংলাদেশের ছিনতাই।

বর্গী এলো দেশে

শুভ মুখোপাধ্যায়

দানাপানি বন্ধ এখন
বন্ধ দানাপানি
রহিম চাচার দুহাত ভরে
লাল ফতোয়াখানি
তাই বন্ধ দানাপানি

দিন দুপুরে ওরা যে
ভাই করছে রাহাজানি
তাই রহিম চাচার দুহাত ভরে
লাল ফতোয়াখানি
আজ বন্ধ দানাপানি।

জীবন ও মরণের ছড়া

তুলসী মুখোপাধ্যায়

জীবন জীবন জীবন রে
অরুণ বরুণ কিরণ রে
চলার পথে ছুটছে আলোর বান
জীবনরে! তোর নামই কি মুজিব
রহমান!

মরণ মরণ মরণরে
ধূলি ধূসর বরণরে
থেকে থেকেই কাঁপিস কেন ডরে
মরণরে! যা ইয়াহিয়ার ঘরে!



বাংলাদেশের ছড়া

সৈয়দ কওসর জামাল

শান্তশিষ্ট চিরসবুজ বনের মধ্যে ঘর
কোত্থেকে যে উঠলো হঠাৎ কালবোশেখী-ঝড়।
সেই ঝড়েতে ছিটকে এলো পশ্চিমের এক পাখি
বাঁচিয়ে তাকে আদর করে ঘরের মধ্যে রাখি।
দুদিন পরে ডানার জোরে সেই পাখিটা শালিক
বললো হেঁকে সে নাকি আজ সারা দেশের মালিক!

সুখের ঘরে দুঃখ দিতে আসবে এবার যারা
পণ করেছি লাঠি নিয়েই করবো তাদের তাড়া।

এপার নদী ওপার নদী মাধ্যখানে চর
যা কিছু সব উড়িয়ে দিলো সেই বোশেখী-ঝড়।

ঝরে খুন

সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝরে খুন, লাল খুন
ওপারের বাংলায়
তবু কেন আছো চুপ
ভয়ে নাকি লজ্জায় !

তুমি আমি সব এক
রোশনারা, মুজিবর
এই নামে ভরা আজ
বাঙালীর প্রতিঘর ।

জেগে ওঠো, ভুলে যাও
হিন্দু না মুসলিম,
হাতিয়ার তুলে নাও
প্রতিশোধে রক্তিম ।

বাংলা দেশের ছড়া

সুনীল হাজরা

ঝাঁ কুড়তাক ঝাঁ
ধর্ম ফেলে বেরিয়ে এলো
মাথা তুলে যেই দাঁড়ালো
গোটা মানুষ সমাজ মোলো
ঝাঁ কুড় তাক্ ঝাঁ

ছুটলো খয়ের খাঁ !



এপার বাংলা ওপার বাংলা

রেণুপ্রভা দাম

এপার বাংলা ওপার বাংলা
মধ্যে নদীর ঢেউ
সেইখানেতে জল আনিত
ঘোমটা ঢাকা বউ
সেইখানেতে উঠতো ফুটে
রঙ বেরঙের ফুল
দোয়েল কোয়েল ডাকত কত
শিস দিতো বুলবুল
সেইখানেতে সোনার ফসল
ফলতো মাঠে মাঠে
একই সূর্য রঙ ছড়িয়ে
আজও যে যায় পাটে

একই আশা, দীপ্ত ভাষা
একই মায়ের ছেলে ;
লড়াইতে আজ উঠলো মেতে
বোমার আগুন জেবলে ।
ঘর দোর সব জ্বালিয়ে দিল
ভাই ভাইকে মেরে ;
প্রাণের ভয়ে আসছে সবাই
ওপার বাংলা ছেড়ে ।

সেই কুমীরের ছল
স্বাতী চক্রবর্তী

আগুন লাগায় আগুন লাগায়
বান্দা পাঠান দল,
কান্না কাঁদেন ভুট্টো সাহেব
সেই কুমীরের ছল।

ইয়াহিয়ার হুক্কাহুয়া
লাগ ভেল্কীর খেল,
রাত পেরোলেই ফুরিয়ে যাবে
খান সেনাদের তেল।

বাহবা
রজত সেন

দিনের বেলায় নামাবলী
রাত্রি হলেই গুলি—
গণতন্ত্র জবাই করে
দেশপ্রেমের বুলি !
আরে সারারা···রা···রা··· !!

[২]

দিনের বেলায় আমার বহিন্
রাত্রি হলেই বলাৎকার—
সোনার বাংলায় জ্বালিয়ে আগুন
ইয়াহিয়া চমৎকার !
(ব্রাভো ! হাউ সুইট্ ইউ আর !)

তাই দেখে না বিশ্ববিবেক
উঠলো কেঁদে ফুঁপিয়ে
পাঠিয়ে দিল যুদ্ধ জাহাজ
আর কিছু তেল লুকিয়ে
আরে সারা···রা···রা··· !!



মানুষ ধরেই খান
শিপ্রা আদিত্য

টাপুর টাপুর বম্‌টি পড়ে
দেশ হ'ল খান্ খান্
খানের রাজা মান করেছেন
মানুষ ধরেই খান।

খাঁন খাঁনাদের খুন খারাবি
জাগিয়ে দিল আজাদ দাবী।
বাংলা জুড়ে উঠল তুফান
বয় দরিয়ায় খুনের বাণ।

খানা ডোবায় ডুবে মরে
যত খুনী খান
ফিকির ভেবে মুষড়ে পড়ে
চীনের কড়া জান।

খোজা রাজা ইয়াহিয়া
তোর "নারা"-তে কাঁপে হিয়া।
বাংলা দ্যাশেতে গিয়া
মালুম পেলি মরদে॥

দেখিয়া বাঙালী গাজী
কান্ধে ইয়াহিয়া পাজী।
নাটে নামে মাও কাজী
বেহুঁস হয়ে দরদে॥

পুতুল রাজা
পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পুতুল রাজা টিক্কা খান
পরের হাতে হুক্কা খান
যখন তখন হুমকি ছাড়েন
চুমকি দেওয়া কোর্ত্তা পরেন
থেকে থেকে চমকে ওঠেন
দেখেন যদি পোলাপান।



বাংলা দেশের ছড়া
কমল সাহা

১

ভালোবাসি লাল ফুল
ভালোবাসি বরিশাল
নরম মাটির ঘ্রাণ
ভালোবাসি চিরকাল।
লাল টিয়া ইয়াহিয়া
ভালোবাসি তোমাকে
ফাঁক পেলে মাথা নেবো
পানতুয়া বোমাতে।

২

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কবরখানায় কে?
গুলি চলছে বোমা পড়ছে
শকুন রাজার বে!



বর্গী'র ছড়া
মৃণাল চট্টোপাধ্যায়

শ্যামল মাটি শক্ত মানুষ
নদী নালার ফল্গুধারা।
রক্ততিলক তাদের ভালে
মুক্তি যোদ্ধা শহীদ যারা।

ধানের ক্ষেতে বর্গী'হানা
বাহু বলে খেদাতে হবে।
ঠেঙিয়ে তাদের সাগর পার
জন্মে যেন আসে না আর।

এপার ওপার বেড়ার বাঁধ
কোন বাধা থাকে না আর।
এঘর থেকে ওঘর যেতে
শেকল যেন বাঁধে না পায়ে।

নিজের ঘরে নিজেই রাজা
পোদ্দারী তো সইবে না কেউ।
ছাতা জুতো বগলদাবা
একছুটে দিক পগার পার।

বাংলা ছড়া

প্রভাস সেন

নিকুল চাচা রথে চলেন
ভুট্টো ধরেন ছাতি
ইয়াহিয়া লটর পটর
মুজিব মারেন লাথি ॥

[২]

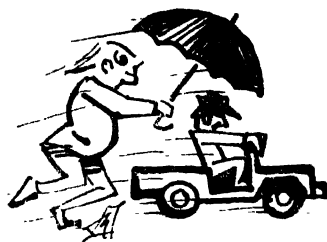
নলেন গুড়ের চাইতে ভালো
গাছ খেজুরের রস
শীতল পাটির চাইতে ভালো
মা'র হাতের পরশ
ইলিশ মাছের পেটি ভালো
কৈ মাগুরের ঝোল
কিন্তু সবার চাইতে ভালো
বাংলা মায়ের কোল ॥

মুজিবুর দেয় ডাক

অজয় নাগ

মুজিবুর দেয় ডাক আয় সব ।
দুশ্‌মন হুঁশিয়ার
প্রস্‌তুত হাতিয়ার
প্রতিঘর লাখে লাখ জান্‌ সব ।

ছুটে আয় খুলে খিল
ময়দান খাল বিল
দিলদার ঝাঁকে ঝাঁক ভাই সব ।
বাংলার দুই পার
তোলপাড় তোলপাড়
মুজিবুর দেয় ডাক আয় সব ।



কী মা এমন পাপ করেছি

সুস্মিতকুমার ঘোষ

কী মা এমন পাপ করেছি
দুঃখ দিলি,
মা তোর কপাল জুড়ে গভীর ক্ষতে
অসুখ ভীষণ !
—কোন্‌ প্রলেপে সারিয়ে তুলি
তোকে এখন,
গহন দুঃখে দুঃখ মোছাই,
দুঃখ ভুলি ;
কী মা এমন পাপ করেছি
—এ পাপ প্রায়শ্চিত্ত কেমন ?
হু হু দুঃখে বইছে আগুন
রক্তভোয়া নদীর মতন
বুকের মধ্যে ফুসফুসেতে
অন্তরঙ্গ কোন্‌ প্রদাহে
সমস্তক্ষণ
জ্বালাই, জ্বলি
—কোন্‌ পাপেতে
জন্ম থেকেই এমনতরো দুঃখ দিলি !!

মুজিবের প্রতি ইয়াহিয়া

অনন্য রায়

হে মুজিব, তুমি অস্ত্র ছুঁড়োনা
ছোঁড়োগো লবেঞ্চুস্।
দাও মোরে তুমি করিতে শাসন
নিতে দাও মোরে ঘুষ।

মোর বিরুদ্ধে তুলেছো যে মাথা
সে যে বড় মহাপাপ
আশা করেছিনু—চালাবো শোষণ
—তুমি খাবে লালিপাপ!

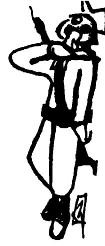
অন্যায় তুমি সহ্য করোনি
ভেঙেছ হে, সব Rule,
এক্ষণে আমি স্বচক্ষে মোর
দেখছি সরষে ফুল!



বাংলা দেশ

তমাল চট্টোপাধ্যায়

একই মায়ের স্তন দুটিতে
দু'ভাই রাখে মুখ
তাতেই মায়ের হৃদয় জুড়ায়
গর্বে ভরে বুক।



নাদির শাহের নাতিপুতি

অরুণ রায়চৌধুরী

নাদির শাহের নাতিপুতি
ভুট্টো মিঁয়া সেনাপতি।
প্রাণটা নিয়ে কোনমতে বাঁচতে যদি চাও
চেলাচামুণ্ডা সমেত তুমি পিণ্ডিতে
পালাও॥

বহুৎকাল পিণ্ডি খেয়ে তুলেছো
কত হিক্কা
পারবে নাকো রুখতে এবার
গর্জেছে আজ বাংলা ওপার
যতই পাঠাও অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য
এবং টিক্কা॥

ধর্মকথা শুনিয়ে যাদের রেখেছিলে
ঠাণ্ডা,
বাংলাদেশে তারাই পুঁতবে লাল
সূর্যের ঝাণ্ডা
অস্ত্রভিক্ষা নিয়ে যতই শক্ত কর গুহা
সব গুহাকে ভাঙবে এবার মুজিবভাই
আর তোহা॥

খোকন খোকন

জগত লাহা

১

খোকা ঘুমোলি ?

—না মা !

পাড়া জুড়োলি ?

—না মা !

খোকা ঘুমোল না পাড়া জুড়োল না

হাতে ঢাল তলোয়ার

ব্রহ্মপুত্র পদ্মা মেঘনা

উত্তাল দুর্বার !

২

খোকন খোকন কোন্‌খানে

যেথায় আগুন সেইখানে

আগুন কোথায় ? পলাশ বনে !

খোকন গেছে রণাঙ্গনে ঃ

সেখানে খোকন কি করে ?

ডাল ভাঙ্গে না ফুল পাড়ে না

খাঁ-সেনাদের খুন করে ।

৩

আয়রে খোকন—

ডাকিস নে মা

দুধমাখা ভাত—

থাক্ গে ঃ

ইয়াহিয়ার পিণ্ডি চাই-ই—

ঢাক্‌না দিয়ে রাখগে ।

পথের দিকে তাকিয়ে থাকিস

খুলে রাখিস্ জান্‌লা

ফিরব আবার হয় যদি মা

স্বাধীন সোনার বাংলা ॥



বীর যোদ্ধা

অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়

আঁধার রাতে
বাংলা দেশে
রক্ত ঝরে
ফিনকি দিয়ে
চোখের জলে
আঁধার কোলে
প্রহর কাটে
বিষম ত্রাসে ।
বুকের মাঝে
কাঁপন জাগে
ঐ যে হোথা
যায় যে দেখা
বন্দুক হাতে
জন্তু নাচে
আগুন জ্বলে
বাংলা দেশে ।
ভুট্টো হাসে
আমিন নাচে
গোবর পোড়ে
ঘুঁটে হাসে
বৌ-এর বুকে
মাথাটি গুঁজে
জুজুর ভয়ে
চেঁচিয়ে ওঠে
বীর যোদ্ধা
ইয়াহিয়া ।

ইতিকথা

হরিপদ পাত্র

শোনাই শোন শোনাই শোন
ইয়াহিয়ার ইতিকথা।
বাংলাদেশের রসদ খেয়ে
পেটটা যে তার হচ্ছে মোটা।
লোভের নেশায় মত্ত হয়ে
ডিগবাজী খায় রাস্তা গোটা।

তাই না দেখে মুজিব ভাই
করল দাবী স্বাধীনতাই।
স্বাধীনতার নামটি শুনে
ইয়ার-চোখ আকাশ পানে।
আকাশ হতেই পূবের পানে
প্যাঁচ কষে তাই মনে মনে।
পেটের জ্বালা বড় জ্বালা
এ জ্বালা তো সইতে নারি'
ভেবে ভেবে লাফিয়ে ওঠে
জ্ঞান-লোপাটে মারি, মারি।

চরকি ঘুরে! চরকি ঘুরে! চরকি ঘুরে!





এক দুই তিন

শান্তনু দাস

এক দুই তিন
ইয়াহিয়া বেবুনের
ফুরলো এ দিন।

চার পাঁচ ছয়
বদহজমে গোলমাল
এই তো সময়।

সাত আট নয়
পতাকা তুলতে গেলে
কিছু খুন হয়।

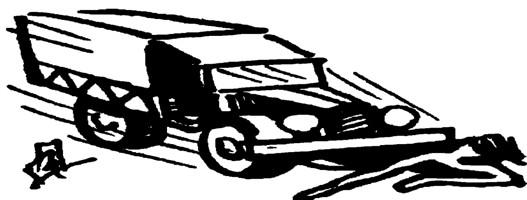
আট নয় দশ
শেষ হ'ল জানোয়ার
কত কাল মার্ক-চিনী
জোগাবেটা রস।

[২]

মুজিব মুজিব ডাক পাড়ি
মুজিব গেছে খান বাড়ি
আয়রে মুজিব ঘরে আয়
খুন মাখা মাস কাগে খায়।



বাংলাদেশ



ট্রাক ট্রাক

আলমাহমুদ

ট্রাক ট্রাক ট্রাক
শুয়োরমুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ।

কেন বাঁধবো দোর জানলা
তুলবো কেন খিল
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
আসবে সে মিছিল।

ট্রাক ট্রাক ট্রাক
ট্রাকের বুকে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক্।

কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে আছে সে ;
তোরাই তবে সোনা-মানিক
আগুন জেবলে দে।

[২]

ঝালের পিঠা, ঝালের পিঠা
কে রেঁধেছে কে ?
এক কামড়ে একটুখানি
আমায় এনে দে।

কোথায় পাবো লঙ্কাবাটা
কোথায় আতপ চাল
কর্ণফুলীর ব্যাঙ ডাকছে
হাঁড়িতে আজকাল।



বাংলাদেশের ছড়া

কামাল মাহবুব

রক্তচোষা এহিয়া খাঁর জহ্লাদে
বাঙালীদের বল্‌লে হেঁকে,
'কল্লা দে'।
মানুষ মেরে খান-সেনারা চালায় মৌজ
দেশ বাঁচাতে যুদ্ধে সাজে মুক্তিফৌজ।
মানচিত্রে রক্ত দিয়ে আঁকিস্‌ টান,
বাংলাদেশ মোটেই নয় পাকিস্তান।



কোথা পাবে পাখা সে

নির্মলেন্দু গুণ

মুজিবর দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি দেয় আকাশে
ইয়াহিয়া ফিরে যায়
সিংহল ঘুরে যায়
দিল্লীতে ইন্দিরা
কোথা পাবে পাখা সে ॥



দেইখ্যা যান

গোলাম সাবদার সিদ্দিক

দেইখ্যা যান
দেইখ্যা যান
বাংলাদ্যাশে ক্যামনে মরে
খান-পাঠান ঃ
বাংলা আজ ক্যামনে ঠ্যাকায়
গোলা-বারুদ আর কামান।
ক্যামনে মরে
হাজার
হাজার
খান-পাঠান।
বাংলাদ্যাশে আইয়া আপনে
দেইখ্যা যান ॥



গাঁট ছড়া

আসাদ চৌধুরী

ছড়া ছড়া ছড়া
লিখছি যখন পায়ের তলায়
পনেরো লাখ মড়া।
ছড়া ছড়া ছড়া
রক্ত দিয়ে ছিঁড়তে হচ্ছে
জিন্নার গাঁটছড়া।